



আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে অধ্যক্ষ বদলের নির্দেশের প্রেক্ষিতে গত চার দিন ধরে বিক্ষোভ চলছে হাসপাতাল চত্বরে। ...বিস্তারিত পাতা ৩



রাজ্যের বাইরে যে সমস্ত পরিবারী শ্রমিকরা মারা গেছেন, তাদের অসহায় পরিবারের পাশে দাড়াতে দুই লক্ষাধিক আর্থিক সাহায্য দিল তৃণমূল সরকার। ...বিস্তারিত পাতা ৫



রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশে দক্ষ মাল্টি-মডেল পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজন। রেলওয়ের উন্নয়ন দেশের আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধিতে বড় ধরনের সহায়তা প্রদান করেছে। ...বিস্তারিত পাতা ৬



প্রতি প্রজন্মে এমন একজন ব্যাটার আসেন, যিনি এক যুগ রাজত্ব করেন। বোলিংয়েও তেমনই। বুঝরাকে সেরকমই একজন বোলার মনে করেন ভাস। ...বিস্তারিত পাতা ৮

পার্থর জামিনের আবেদনে উষ্মা প্রকাশ বিচারকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের আবেদনে উষ্মা প্রকাশ বিচারকের। জামিনের শুনারি জন্য পৃথক কোনও দিন নয়, নির্ধারিত দিনেই হোক শুনারি। পার্থর আইনজীবীকে উদ্দেশ্য করে মন্তব্য বিচারকের। সিনিয়র আইনজীবী অনুপস্থিত থাকার কারণে পার্থর হয়ে আজ জুনিয়র আইনজীবী শুনারিতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর তরফে আদালত জামিনের শুনারির জন্য পৃথক দিনের আবেদন করা হয়। তাতেই উষ্মা প্রকাশ বিচারকের। কোনও পৃথক দিন নয়, শুনারির নির্ধারিত দিনেই করতে হবে, তা না হলে আবেদন প্রত্যাহার করতে পারেন, মন্তব্য বিচারকের। আবেদন প্রত্যাহার করে নেন পার্থর আইনজীবী। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে পার্থর জামিন খারিজ করে দিয়েছিল আদালত। প্রসঙ্গত, গত বুধবার ফের ইভির জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গও আনেন তিনি। প্রায় এক বছরের বেশি সময় পর আবার তাঁর নাম শোনা গেল তৃণমূল সাংসদ তথা সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। এত দিন জেলে থাকা হয়ে গেলেও পার্থ কেন ন্যায়বিচার পেলেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তিনি। অভিষেক ‘প্রতিহিংসার রাজার’-র তত্ত্ব তুলে আবারও কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে আঙুল তোলেন। বিজেপিকে তুলেনা করার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সংস্থাকে উদ্দেশ্য প্রদোদিতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এই দাবির স্বপক্ষে যুক্তি দেন সাংসদ। এ কথা-ও কথায় বলতে গিয়ে বলেন, কে বিচার পেয়েছে? ১৪ মাস ধরে পার্থ চট্টোপাধ্যায় জেলে আছেন। বলুন তো কী সুরাহা হয়েছে? কে পেয়েছে ন্যায়বিচার?

‘পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেট খেলা বন্ধ রাখা উচিত’

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ দুর্গাপূজার সময়ই রয়েছে ক্রিকেট বিশ্বকাপ। এদিকে, ভারতে খেলতে আসা নিয়ে বেগডবাই করছে পাকিস্তান। তার আগেই বড় মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। তিনি বলেন, ভারতীয়দের অনুভূতির কথা মাথায় রেখে পাকিস্তানের সঙ্গে খেলা বন্ধ করে দেওয়া উচিত ভারতের। শুক্রবার তিনি সাফ জানান, অনুপ্রবেশ ও আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদ না থাকলে, ক্রিকেটেও পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক থাকবে না। বিসিআইই বহু দিন আগেই এই নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানান ক্রীড়ামন্ত্রী। দেশভাগের সময় থেকেই আদায়-কাঁচকালায় সম্পর্ক ভারত-পাকিস্তানের। আন্তর্জাতিক সীমান্ত নিয়ে বিরোধ থেকে শুরু করে সন্ত্রাসবাদ-একাধিক ইস্যু নিয়েই বিগত ৭৫ বছর ধরে দুই দেশের মধ্যে লাগাতার বিরোধ চলছে। এর প্রভাব পেছেই ক্রীড়া জগতেও দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট সিরিজ বহু বছর ধরেই বন্ধ। চলতি এশিয়া কাপেও ভারত পাকিস্তানে খেলতে যেতে রাজি হয়নি। পাল্টা পাকিস্তানও ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে আসতে চাইছে না। সম্প্রতিই বিসিআইইয়ের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। সেখানে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ পুনরায় চালু করা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু তা খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। এরই মাঝে বড় মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। শুক্রবার অনুরাগ ঠাকুর বলেন, “পাকিস্তানের সঙ্গে খেলা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। ভারতীয়দের অনুভূতিকে সম্মান দিয়েই পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রীড়া জগতে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত। বিসিআইই বহুদিন আগেই স্থির করেছিল যে অনুপ্রবেশ ও আন্তঃ সীমান্ত সন্ত্রাসবাদ না থাকলে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও দ্বিপাক্ষিক ম্যাচ হবে না। ফোনের মনে হয়, এটা দেশের প্রতিটি নাগরিকেরই মত।”

ইগোর জায়গা নেই, উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে ‘খান্কা’ রাজ্যপালের

সার্চ কমিটি গঠন করবে সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ বাংলার উপাচার্য নিয়োগ বিতর্কে নয়। মোড়। এবার নিয়োগ জট মেটাতে সার্চ কমিটি গঠন করবে সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্য সরকার, রাজ্যপাল, ইউজিসি-কে নাম জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। এক সপ্তাহের মধ্যে সেই নামের প্রস্তাব জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুক্রবারের শুনারিতে বিচারপতিরা রাজ্য সরকার ও রাজ্যপালের আইনজীবীর কাছে জানতে চান, যদি আদালত একটি সার্চ কমিটি গঠন করতে চায়, তাহলে তাদের কী বক্তব্য। রাজ্য সরকারের তরফে একটি আবেদন করা হয়, তাহলে কমিটিতে কে কে থাকবেন, সেই দায়িত্বও আদালত যেন নেয়। আদালতই দায়িত্ব নিয়ে

নিজের হাতে নিল শীর্ষ আদালত। উল্লেখ্য, এর আগের শুনারিতে আদালত স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিল, রাজ্যপাল অর্থাৎ চ্যান্সেলর, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে শিক্ষামন্ত্রীকে আলোচনায় বসতে হবে। রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে একটি সমাধানসূত্র খুঁজে বার করতে হবে। শুক্রবারের শুনারিতে সেই বিষয়টি আবার উত্থাপিত হয়। আদালত এদিনও জানতে চায়, আদৌ রাজ্য সরকার ও রাজ্যপাল এই ধরনের কোনও আলোচনায় বসেছিল কিনা। রাজ্য সরকারের তরফে আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ডি অভিযোগ করেন, তাঁরা বারবার আলোচনার আবেদন



সার্চ কমিটি গঠন করে দিক। রাজ্যপাল ও ইউজিসি-র তরফ থেকেও আইনজীবীরা জানিয়ে দেন, তাঁদের কোনও আপত্তি নেই। এরপরই সুপ্রিম কোর্ট তিন পক্ষকেই বলে, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে কমিটি তৈরির জন্য তিন থেকে পাঁচ জন বিশেষজ্ঞের প্রস্তাবিত নামের তালিকা তৈরি করতে। সেই প্যালেস থেকেই বিশেষজ্ঞদের কমিটি তৈরি করবে শীর্ষ আদালত। তার ভিত্তিতে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর পরবর্তী শুনারি হবে। একটি সার্চ কমিটি গঠন করবে সুপ্রিম কোর্ট। মূলত রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে এই সার্চ কমিটি। অর্থাৎ উপাচার্য নিয়োগে পুরো রাশ

করেছেন, কিন্তু রাজ্যপালের তরফ থেকে কোনও সদুত্তর মেলেনি। এরপর রাজ্যপালের আইনজীবী শীর্ষ আদালতের কড়া প্রশ্নের মুখে পড়েন। বিচারপতি জানতে চান, আদালতের নির্দেশের পরও কেন রাজ্যপাল আলোচনায় বসেননি? রাজ্যপালের আইনজীবী আবার অভিযোগ করেন, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী প্রকাশ্যে রাজ্যপালকে যে ধরনের মন্তব্য করছেন, তা কখনই কামা নয়। যদিও রাজ্যপালের আইনজীবীর এই বক্তব্য গৃহীত হয়নি। আদালত স্পষ্ট করে দেয়, এটা কোনও বক্তব্যের অংশের জায়গা নয়। শিক্ষাব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে গেলে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি।

বিশ্ববিদ্যালয় ধরে ধরে বিশেষ সতর্কবার্তা রাজ্যের

‘আগাম অনুমোদন’ নেওয়ার নির্দেশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতের মাঝেই এবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বিশেষ সতর্কবার্তা রাজ্যের। কার্যত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য ‘অ্যাডভাইজারি’ জারি করল রাজ্য। যেকোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেকোনও ডিগ্রি কোর্স চালু করতে গেলে উচ্চশিক্ষা দফতরের আগাম অনুমোদন নিতে হবে। শুধু তাই নয়, থাকতে হবে উচ্চশিক্ষা দফতরের সঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট-এর জন্য। তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট দেওয়ার আগে উচ্চশিক্ষা দফতরের ক্লিয়ারেন্স বা আগাম অনুমোদন নেওয়ার জন্য। নির্দেশে বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। মনে করা হচ্ছে রাজ্যের কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষা দফতরের নিয়োগকে না মেনে ডিগ্রি কোর্স চালুর অনুমোদন দিয়ে দিচ্ছিলেন। সেই কারণে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে এই বিশেষ সতর্কবার্তা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দেওয়া হয়েছে। উচ্চশিক্ষা দফতরের আধিকারিকদের মতে সরকারি বা সরকারি নিয়ন্ত্রিত কলেজগুলির ক্ষেত্রে এই সমস্যা হওয়ার কথা নয়। বেসরকারি কলেজ বা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির ক্ষেত্রেই বিশেষ করে এই সতর্কবার্তা বলেই দফতরের আধিকারিকদের মত। উচ্চশিক্ষা দফতরকে জারি করা নির্দেশিকা বলা হয়েছে যদি এই ধরনের কোনও ঘটনা আগেই হয়ে থাকে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। সম্প্রতি রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অন্তর্ভুক্তি উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত চরমে। সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে উচ্চশিক্ষা দফতরের এই অ্যাডভাইজারি সংক্রান্ত নির্দেশিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

গতবারের থেকে অনেকটাই বেড়েছে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা, স্বীকার করছেন মেয়র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ কলকাতা থেকে জেলা, রাজ্যের সর্বত্রই বেড়েছে ডেঙ্গি উদ্বেগ। চিন্তায় প্রশাসন। কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম স্বীকার করলেন, গতবার থেকে কলকাতায় ডেঙ্গি বেড়েছে। এখনও পর্যন্ত আক্রান্ত প্রায় ২৭০০। গত বছর এই সময় পর্যন্ত আক্রান্তের পরিমাণ ছিল ২৪০০ জন। সেখানে চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ২৭০০ জন আক্রান্ত ডেঙ্গিতে। এদিকে এরই মধ্যে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব অধ্যাপনামোলাজির সিনিয়র রেসিডেন্ট দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এ ঘটনার পর থেকে নড়েচড়ে বসেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। জোরকদমে হাসপাতাল চত্বরে চলেছে সফাই অভিযান।

বাংলায় শিল্প সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে স্পেনের বাণিজ্য মঞ্চে বিনিয়োগ টানার চেষ্টায় মুখ্যমন্ত্রী ‘বাংলার সাথে স্পেনের মানুষের মনের মিল রয়েছে’

মাদ্রিদ, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ বহুজাতিক বস্ত্র শিল্প সংস্থা জারা-র সঙ্গে বৃহস্পতিবার মাদ্রিদে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জারা বাংলায় একটি উপাদান কেন্দ্র তোলার আগ্রহ দেখিয়েছে। শুক্রবার স্পেনের বণিক সভা ও সরকারের শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রকের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় শিল্প সম্ভাবনার ছবিটা তুলে ধরতে চাইলেন। বাংলায় যে বাণিজ্য সম্মেলনের আয়োজন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার, এদিন মাদ্রিদে সেটাই ছোট আকারে আয়োজন করা হয়েছিল। মাদ্রিদে সেই বিজিবিএসের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, “স্পেনের সাংস্কৃতিক বাতাবরণ ও মানুষের পছন্দ-অপছন্দের সঙ্গে কলকাতা তথা বাংলার মিল রয়েছে। স্পেনের মানুষ শিল্প সংস্কৃতি, ফুটবলের গুণগ্রাহী। বাংলাতেও তাই। অর্থাৎ মনের মিল রয়েছে। সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্র প্রস্তুত রয়েছে। এবার তা শিল্পক্ষেত্রে সহযোগিতাতেও প্রসারিত হোক।” মুখ্যমন্ত্রী এদিন বোঝানোর চেষ্টা করেন যে বাংলায় ধর্মনিরপেক্ষ ও



গণতান্ত্রিক পরিবেশ রয়েছে। প্রচুর দক্ষ শ্রমিক রয়েছে। বাংলায় সামগ্রিক ভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত। সমুদ্র বন্দর, বিমান বন্দর থেকে শুরু করে সড়ক পথে যোগাযোগের সুব্যবস্থা রয়েছে। তা ছাড়া সরকার একটি গভীর সমুদ্র বন্দরও গড়ে তুলতে চাইছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও জানান, বাংলায় পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। সরবরাহ

ব্যবস্থাও উন্নত। তা ছাড়া এশিয়ার বৃহত্তম কয়লা খনি দেউচা প্যামিও রয়েছে রাজ্যে। সেই সঙ্গে সরকার সুনির্দিষ্ট জমি নীতি নিয়ে সরেছে। কোথায় কোথায় শিল্পের জন্য জমি দেওয়া যেতে পারে তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এ জন্য ল্যান্ড ব্যাঙ্কও তৈরি হয়েছে। এদিনের শিল্প সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাওয়া শিল্পপতিরাও বাংলার সম্ভাবনার কথা বলেন। ইমারি গোষ্ঠী ও সঞ্জীব আর পি গোয়েঙ্কা গোষ্ঠীর দুই তরুণ প্রজন্ম যথাক্রমে আতিথ্য আগরওয়ালা ও শ্বাসুত গোয়েঙ্কা বাংলায় তাঁদের ‘ইজ অফ ড্রয়িং বিজনেসের’ অভিজ্ঞতার কথা জানান। পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, “বাংলায় শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের ব্যাপারে সরকার সবরকম সাহায্য করে চিক, কিন্তু শিল্প সংস্থার কাজে নাক গলায় না। এ ব্যাপারে শিল্প সংগঠন ও বণিক সভাগুলিকে নিয়ে একটি কমিটি রয়েছে। তাইই এর ব্যবস্থাপনা দেখেন।” নভেম্বর মাসে কলকাতায় বিজিবিএসের অধিবেশন বসবে। সেই শিল্প সম্মেলনে স্পেনের বণিক সভা ও শিল্প সংস্থাগুলিকে এদিন আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

৫০ কোটির দুর্নীতি মামলা!

রাজ্যের উপর তুমুল চটলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়, ৫০ লাখ টাকার জরিমানা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ আলিপুরদুয়ার মহিলা ঋনদান সমবায় সমিতিতে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে মামলায় সিআইডি-র উপর তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। মামলায় সিআইডি এখনও কেন নথি তুলে দেয়নি সিবিআই ও ইডিকে তাই নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বিচারপতি। তীব্র ক্ষুব্ধ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। মামলায় এদিন সিআইডি নির্দেশ পূর্নবিবেচনার আদেশ খারিজ করে ৫০ লাখ টাকা জরিমানা হাইকোর্টে। ২ সপ্তাহের মধ্যে জরিমানার টাকা দিতে হবে রাজ্যকে। নির্দেশ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের। “১৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সমস্ত নথি সিবিআই ও ইডির হাতে তুলে না দিলে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিবকে এজলাসে ডেকে পাঠাব।” মন্তব্য বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের। জরিমানার টাকা না গুললে নতুন মিউজিক স্ক্রুবে আদালতের থেকে। এমনও মন্তব্য করেন ক্ষুব্ধ বিচারপতি। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় আরও বলেন, “সিবিআই এবং ইডিকে কোনও নথি তুলে দেওয়া হয়নি। আদালতের সঙ্গে চালাকি করছে

রাজ্য। রাজ্য ও তার সহযোগীরা মিলে আদালতের সঙ্গে চালাকি করছে। তাদের চালাকির জন্যই গরীব মানুষ তাদের টাকা পাচ্ছেন না।” পাশাপাশি ৩ দিনের মধ্যে ইডি ও সিবিআইকে তদন্ত শুরু করতে নির্দেশ দেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। “১৮ তারিখের মধ্যে সমস্ত নথি সিবিআই ও ইডির হাতে তুলে না দিলে রাজ্যে স্বরাষ্ট্রসচিবকে এজলাসে ডেকে পাঠাব।” বলেও মন্তব্য করেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, ২৫ আগস্ট থেকে তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ১২ অক্টোবরের মধ্যে প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৫০ কোটিরও বেশি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। প্রায় একুশ হাজার সদস্য রয়েছে এই সমবায়

সমিতিতে। কাদের ঋণ দেওয়া হয়েছিল তা স্পষ্ট নয়। এমনটাই পর্যবেক্ষণ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের। তাঁর পর্যবেক্ষণে তিনি আরও বলেন, “তিন বছর ধরে তদন্ত করছে সিআইডি, কিন্তু এখনও তাদের টাকা ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছিল কিনা তা স্পষ্ট নয়।” উল্লেখ্য, মামলার নির্দেশের পরে ২১ দিন কেটে গেলেও মহিলা ঋনদান সমিতির ৫০ কোটি দুর্নীতি



পাঠাব।” বলেও মন্তব্য করেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, ২৫ আগস্ট থেকে তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ১২ অক্টোবরের মধ্যে প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৫০ কোটিরও বেশি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। প্রায় একুশ হাজার সদস্য রয়েছে এই সমবায়

নোংরা খেলা খেলতে পারে ওরা! ডেরেক

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ সংসদের বিশেষ অধিবেশনে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের নিয়োগ সংক্রান্ত বিল বা সিইসি বিল পেশ করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এরই প্রেক্ষিতে বিজেপি নেতৃবৃন্দ ধীন কেন্দ্রকে শুক্রবার কড়া ভাষায় নিশানা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন। এই বিলের বিরোধিতা করে সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দকে এই বিলের প্রতিবাদ করার আর্জি জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডেরেক বলেন, “একদিকে আমরা সংসদে গণতন্ত্র উদযাপন করে বক্তৃতা করছি। আর অন্যদিকে, সেই একই বিশেষ অধিবেশনে ওরা (কেন্দ্রীয় সরকার) এই (সিইসি) বিল আনছে। যা একেবারেই অগণতান্ত্রিক কারণ, ওরা জানে, ২০২৪ সালের আসন্ন নির্বাচনে (লোকসভা নির্বাচন) ওদের পরাজয় নিশ্চিত।” তিনি আরও বলেন, “কোন উদ্দেশ্যে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হল, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। আমি একথা বলছি, কারণ, সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির তালিকায় তারা একটি অত্যন্ত সন্দেহজনক বাক্য লিখে রেখেছে। তাতে বলা হয়েছে, এটিই সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির পূর্ণাঙ্গ তালিকা নয়। ওরা যে কোনও নোংরা খেলা খেলতে পারে এবং শেষ মুহূর্তে কোনও কর্মসূচি তালিকায় সংযুক্ত করতে পারে।”



আধিকারিকরা। বহু তথ্য যেমন হাতে এসেছে, তেমনই উদ্ধার হয় ৪১৭ কোটি নগদ টাকা। সঙ্গে সোনার বাট, গহনা। এই অনলাইন গেমিং অ্যাপ সংস্থা ফ্র্যাঞ্চাইজি দিত। তাদের আবার কমিশনও দিত। তারাই মূলত শহরগুলির বৃহৎ জাল বিহোতা। মোটা অঙ্কের টাকা জেতানোর তোপ দেওয়া হত। সেই কাঁদে পা দিয়েই নিঃশ্ব হতেন অ্যাপ ব্যবহারকারীরা। অনলাইন গেমিং অ্যাপের মতোই অনলাইন বেটিং অ্যাপ। মূলত মাঝবয়সী থেকে বয়স্করা বেটিং অ্যাপে টাকা লাগাতেন। তাদেরকেই টার্গেট করা হত। কয়েক মাস আগেই গার্ডেন রীচের এক ব্যবসায়ীর বাড়ির খাটের নিচে থেকে উদ্ধার হয় কোটি কোটি টাকা। গাজিয়াবাদ থেকে প্রেফতার করা হয় ব্যবসায়ী আদিত্য খান। তিনি গেমিং অ্যাপের মাধ্যমে চিক কর্মপদ্ধতি একই রকম হলেও, এই দুই সংস্থার মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। সেই তথ্য এখনও হাতে আসেনি।

টিক যেভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্সের মতো নথি এখন ডিজিটাল পদ্ধতিতেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ভাঙারও আশঙ্কায় জন্মে সাল, তারিখ সম্পর্কে আরও নিখুঁত আসবে। লোকসভায় বিলটি পেশ করে এমনই দাবি করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। এই সংশোধনীর ফলে ডিজিটাল এবং ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে জন্ম এবং মৃত্যুর শংসাপত্র পাবেন সাধারণ মানুষ।

তথ্য থাকবে। ফলে প্রকৃত যারা প্রাপক, তাদের কাছেই সরকারি সুযোগ সুবিধা যথাযথ ভাবে পৌঁছে দেওয়া যাবে বলে দাবি সরকারের। এছাড়াও, কার জন্ম স্থান কোথায়, তার প্রামাণ্য নথি হিসাবেও এবার থেকে জন্ম

প্রকৌশলীদের উদ্ভাবনী মন এবং অক্লান্ত নিবেদন দেশের অগ্রগতির মেরুদণ্ড ঃপ্রধানমন্ত্রী



নয়াদিিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর : জাতীয় প্রকৌশলী দিবসের শুভেচ্ছা জানানোর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রকৌশলীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে প্রধানমন্ত্রী মোদি এই বার্তায় লিখেছেন, প্রকৌশলীদের উদ্ভাবনী মন এবং অক্লান্ত নিবেদন দেশের অগ্রগতির মেরুদণ্ড। শুক্রবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-হ্যাণ্ডেলে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের দূরদর্শী ইঞ্জিনিয়ার স্যার এম বিশ্বেশ্বরহায়কে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান। প্রধানমন্ত্রী এক্স-এ লেখেন, দেশের সেবার নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করেছেন তিনি।জাতীয় ইঞ্জিনিয়ার্স দিবস উপলক্ষ্যে দেশের ইঞ্জিনিয়ারদের অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী। এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইঞ্জিনিয়ারদের উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা ও নিরলস চেষ্টা দেশের উন্নতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়। সফলতারে প্রযুক্তি প্রয়োগে তারা আমাদের জীবন সুন্দর করেছেন।

বিরোধীদের জোটকে তীব্র আক্রশণ প্রহ্লাদ জোশীর, বললেন এটি আসলে অহঙ্কারী আঁতাত



ডুডু (রাজস্থান), ১৫ সেপ্টেম্বরঃ বিরোধীদের “আইএনডিআইএ” জোটের তীব্র সমালোচনা করলেন সংদর্ভ বিষয়ক মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা প্রহ্লাদ জোশী। শুক্রবার রাজস্থানের ডুডু-তে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, খুব কম মানুষই এই জোটকে ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স বলে, এটা আসলে অ। ই-এ ন। ডি অ। ই- অ্যালায়েন্স...আপনি দু,”বার অ্যালায়েন্স বলতে পারবেন না। আবার এটি একটি আইএনডিআই জোট নয়, এটি একটি “বামতিত্ত্ব” (অহঙ্কারী) জোট।নান্দেন ধর্ম প্রসঙ্গে কর্ণাটকের মন্ত্রী প্রিয়ঙ্ক খারগের মন্তব্যের সমালোচনা করে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী বলেছেন, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাডগের ছেলে, প্রিয়ঙ্ক খাডগে বলেছেন যে সনাতন ধর্ম একটু রোগের মতো... আমি কংগ্রেস এবং অশোক গেহলটকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই বিষয়ে আপনার কী বলার আছে?

দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ২, গুরুতর জখম আরও ২

হুগলি, ১৫ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার রাতে দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হত দুজনের। গুরুতর জখম আরও ২ জন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হুগলির বেটিচেত। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত ৯টা নাগাদ হুগলির বৈটের সাহানিগাঁও বারগালা দেবরত শর্মা ও তার স্ত্রী অর্পিতা মোটর বাইকে বাড়ি থেকে বের হন। পাড়ার রাস্তা থেকে বেরিয়ে জিটি রোডে ওঠে তারা। সেই সময় পাণ্ডুয়া থেকে বৈটের দিকে যাচ্ছিলেন শেখ হাযদার ও প্রদীপ স্বর্ধকার নামে দুজন। নিমন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে দুটি বাইকের। ঘটনাস্থলে শেখ হাযদারের মৃত্যু হয়।স্থানীয়রা পুলিশের সহযোগিতায় বাকি তিনজনকে পাণ্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে দেবব্রত শর্মাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্মরত চিকিৎসকরা। অর্পিতা শর্মা ও প্রদীপ স্বর্ধকারের আঘাত গুরুতর হওয়ায় হাসপাতকেই চিুত্বা ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, কীভাবে ঘটল দুর্ঘটনা, নেপথ্যে বাইকের যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে।

ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বে মহিলাদের নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন কর্মসূচিকে বিশেষভাবে উৎসাহিত

সঙ্গীতা রেড্ডি,নয়াদিিল্লিঃভারতের জি-২০ সভাপতিত্বে মহিলাদের নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন কর্মসূচিকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। এইসময় মহিলারা উন্নয়নের কাজে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছে।জি-২০ ক্ষমতায়ন হল, একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ। শিক্ষা ও আর্থিক ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে জি-২০ দেশগুলির সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলিকে এক মঞ্চে নিয়ে এয়েছে এই উদ্যোগ।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন ‘ পরিচালিত উন্নয়ন’-এর ভাবনাকে তুলে ধরলেন, তখন থেকেই মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া এক উল্লেখযোগ্য মাত্রা পেয়েছে। এই উদ্ভাবনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী জি-২০ ক্ষমতায়নে প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে মহিলারা শুধুমাত্র সুবিধাভোগীই নন, তারা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নেতৃত্বও দিচ্ছেন।ভারতের জি-২০ ক্ষমতায়নের সভাপতিত্বে আমরা মনেপাশে এই ভাবনাকে গ্রহণ করেছি এবং পরিবর্তিত ভাবনা অনুযায়ী দিশা খোঁজার চেষ্টা চালিয়েছি। তিন ধরনের ভাবনা আমাদের নজরে রয়েছে। এগুলি হল

শিক্ষা, মহিলাদের শিল্পোদ্যোগ এবং সমস্ত স্তরে মহিলাদের নেতৃত্বকে তুলে আনতে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা। আমরা মনে করি, এই ক্ষেত্রগুলিতে ডিজিটাল ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তির ব্যবহারে মহিলাদের সমান পারদর্শী করে তুলতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। মহিলাদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কারিগরি ও গণিত শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে আমরা জোরদার সওয়াল করে চলেছি ড ভবিষ্যতের উপযোগী প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচিতে লগ্নি করার জন্য আমরা কর্পোরেশনগুলিকে উৎসাহিত করছি উদ্বদ্ধ নীতি এবং আইনি কাঠামোর মাধ্যমে সরকারের কাছে আমরা এমন এক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের আর্জি জানিয়েছি, যা মহিলা এবং বালিকাদের ক্রমাগত উসাহিত করে যাবে।মহিলাদের শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে মহিলা শিল্পোদ্যোগীদের, বিশেষত ক্ষুদ্র,ছোট ও মাঝারি উদ্যোগের (এমএসএমই) সঙ্গে যুক্ত নারীদের তুলে আনতে আমরা একটি সর্বাঙ্গিক কৌশল নিয়েছি ড আমরা মনে করি, মহিলা শিল্পোদ্যোগীরা দেশের অর্থনীতির শক্তিশালী স্তম্ভ হয়ে উঠতে পারেন। আমরা বেসরকারি ক্ষেত্রকে এগিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করছি। শুধুমাত্র অর্থলগ্নি নয়, তাদের পৃষ্ঠপোষকতাও প্রয়োজন।সমস্ত স্তরে নারীর নেতৃত্ব

প্রতিষ্ঠায় আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্তর, কর্মসূত্রে নীতি নির্ধারণ, নিয়মিত পর্যালোচনা, মহিলা কর্মীদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ, সবক্ষেত্রে নারীর অগ্রগতি বজায় রাখতে আমরা সক্ষমতা কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সমাজের সর্বস্তরে তাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।ভারতের সভাপতিত্বে আমরা ৬টি উল্লেখযোগ্য ফল পেয়েছি। প্রথমত, আমরা টেকইকুইটি প্র্যাক্টিসম্ নামে একটি অভিনব ডিজিটাল মঞ্চ চালু করেছি, যেখানে মহিলারা তাদের জ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। ১২০ টি ভাষায় এই মঞ্চ কাজ করছে। আগামী ৬ মাসের মধ্যে এই মঞ্চে মহিলা অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা অন্তত ১০ লক্ষে পৌঁছে যাবে বলে আশা করছি।দ্বিতীয়ত, আমরা একটি কেম্পআই ডাশবোর্ড তৈরি করেছি, যার মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও দেশের অগ্রগতিতে তাদের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে জানা যাবে। এর মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সমস্ত ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে।

তৃতীয়ত, আমরা একটি সেরা অনুশীলন প্লেবুক তৈরি করেছি, যেখানে গোটা বিশ্বের কার্যকর কৌশলসমূহ এবং বিভিন্ন অনুশীলন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই পুস্তিকার ২০২৩ সংস্করণে ১৯টি জি-২০ এবং অতিথি দেশগুলির ১৪৯ টি সেরা অনুশীলন তুলে ধরা হয়েছে।চতুর্থত, জি-২০ ক্ষমতায়ন ওয়েবসাইটে আমরা জি-২০ এবং অতিথি দেশগুলির মহিলাদের সাফল্যের কথা তুলে ধরেছি। এই ওয়েবসাইটে ১০ টি দেশের ৭৩ টি অনুপ্রেরণা মূলক কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে।পঞ্চমত, জি-২০ সভাপতি হিসেবে ভারত মহিলাদের ক্ষমতায়ন উদ্যোগকে ক্রমাগত সমর্থন করে গেছে এবং অ্যাডভোকেটদের নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি ও অঙ্গীকার গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে। বিভিন্ন প্রভাবশালী সংস্থাকে নিয়ে গঠিত জি-২০ ক্ষমতায়ন অ্যাডভোকেট নেটওয়ার্ক জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির ৫০০-র বেশি অ্যাডভোকেট রয়েছেন।এইসব উদ্যোগ ছাড়াও আমরা গান্ধীনগর ঘোষণা পত্র প্রণয়ন করেছি, যেখানে বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে লিঙ্গ-সমতা, সবকিছু নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার রয়েছে।এই ঘোষণাপত্র অনুযায়ী, বেসরকারি সংস্থাগুলি তাদের কোম্পানিতে কর্মক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ মহিলা কর্মী নিয়োগের অঙ্গীকার করছেন। যেসব সংস্থায় ৩০ শতাংশ মহিলা কর্মী রয়েছেন, সেখানে প্রতিষ্ঠানের সমস্ত স্তরে ৩০ শতাংশ করে মহিলা রাখার অঙ্গীকার করা হয়েছে।

অপসাংবাদিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলায় সাংবাদিক শ্যামল সান্যালকে পুরস্কার প্রদান

ঢাকা,১৫সেপ্টেম্বরঃবাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ওবিচারপতি নাসিমুল হক নাসিম। অপসাংবাদিক বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলার সাংবাদিক শ্যামল সান্যালকে পুরস্কার প্রদানের সময় বলেন,একাবদ্ধ হতে হবে।হলুদ সাংবাদিকতা দেশের জন্য ক্ষতিসাধিতক তথ্য তুলেধরে মানুষের কল্যাণে বর্তনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করতে হবে।বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে সাংবাদিকসহ সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সাইবার নিরাপত্তা বিধান নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কাজ করছেন। সাংবাদিকবান্ধব সরকারের পক্ষে সাংবাদিকদের জন্য ভালো কিছুই করবে এমনটা আশা করা যায়। ১৪

সেপ্টেম্বরে বৃহস্পতিবার পাবনা সার্কেট হাউজ মিলনায়তনে হলুদ সাংবাদিকতা প্রতিরোধ ওবর্তনিষ্ঠ সাংবাদিকতা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশেরবিচারপতি মো. নিজামুল হক নাসিম আরও বলেন,অনেক সাংবাদিকদের আজ বেতন দেয়া হয় না। তারা মাঠ পর্যায়ে সম্মান পাচ্ছেন না। এজন্য গণমাধ্যমের মালিকের এগিয়ে আসতে হবে। ওয়েজ বোর্ড মালিক পক্ষরা মানতে চান না। সাংবাদিকদের পক্ষ থেকেও মালমা উদ্দিগ্ন নয়, তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাধা সৃষ্টি করে রেখেছেন। একজন

সাংবাদিক ২২ ঘণ্টা কাজ করবে আর মালিকেরা বেতন দিবে না এটা হতে পারে না।এজন্য সাংবাদিকদের একাবদ্ধ হতে হবে।তিনি আরো বলেন,একটি কেম্পআই ডাশবোর্ড তৈরি করেছি, যার মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও দেশের অগ্রগতিতে তাদের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে জানা যাবে। এর মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সমস্ত ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে।

প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রবিউল ইসলাম রবি,পাবনা সংবাদপত্র পরিষদের সভাপতি আব্দুল মতীন খান,পাবনা প্রেসক্লাবের সম্পাদক সৈকত আফরোজ আসাদ,পাবনা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি হাবিবুর রহমান স্বপন,সাধারন সম্পাদক কাজী মাহবুব মোর্শেদ বাবলা, পাবনা টেলিভিশন সাংবাদিক সমিতির সভাপতি রাজিতর রহমান রুমি,সাধারন সম্পাদক আখিনুর ইসলাম রোমনপাবনা পাবনার চেতনার প্রধান প্রতিবেদক এস এম আদানন উদ্দিনসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের সংবাদকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দুর্গম ও বিপজ্জনক পথে পৃথিবী চষে বেড়িয়েছেন মার্কো পোলো

নিজস্ব প্রতিবেদনঃমাত্র ১৭ বছর বয়সেই দুর্গম ও বিপজ্জনক পথে পৃথিবী চষে বেড়িয়েছেন মার্কো পোলো। হেঁটেই জয় করেছিলেন পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ। ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আমেরিক আবিষ্কারের পথের ছেলে তার দুঃ সাহসিক জীবনের অনুপ্রেরণা। ইতিহাসখ্যাত এই পর্যটকের আজ ৭৬৭ তম জন্ম বার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই ১২২৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ভেনিসে জন্মগ্রহণ করেন মার্কো পোলো। কেউ কেউ বলেন, তার জন্ম হয়েছিল কনস্টান্টিনোপলে। তার বাবা ছিলেন নিকোলো পোলো আর মায়ের নাম ছিলো আনা ডিফিউসে। মার্কোকে ছোট্ট রেখেই মারা যান তার মা। এ সময় তাকে বড় করে তোলেন তার চাচা-চাচি। তাদের কাছ থেকেই যাবতীয় শিক্ষা গ্রহণ করেন মার্কো। কারণ মায়ের মৃত্যুর পরই তার বাবা আরেক বিয়ে করে অন্যত্র চলে যান।মার্কো পোলোর বয়স যখন পনের বছর তখন তার বাবা ও চাচা ফিরে আসেন চীন থেকে। ভেনিসে নিজ বাড়িতে দুই বছর কাটান মার্কো বাবা। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, আরও পাড়ি দেবেন সেই দুঃ সাহসিক পথ। তবে এবার সূতের বছর বয়সী মার্কো পোলোকেও সফরের সঙ্গী করে নিলেন।এখান থেকেই মার্কো পোলোর পৃথিবী ভ্রমণের যাত্রা শুরু হয়। এই শুরুর মাধ্যমেই মার্কো পোলো পরবর্তীকালে পৃথিবীর সেরা পর্যটকে পরিণত হন। আভিজাতিক শাসনের মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে তারা

পোঁহান আকর বন্দরে। জেরুজালেম শহরের কাছে এটি অবস্থিত। সেখানে একজন বাজরদার সঙ্গে দেখা করেন তারা।চীন অঞ্চলে দেখা সম্রাট কুবলাই খান ছিলেন খুব জ্ঞানী। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে খুব আগ্রহ ছিল তার। ইউরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ব্যাপারেও ছিল তার প্রবল আগ্রহ। মার্কোর বাবার কাছে সে অঞ্চলে প্রচলিত খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে শুনে এর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন কুবলাই খান। তারা যখন চীন থেকে ইউরোপ ফিরে আসেন তখন তাদের কাছে একটি চিঠি দিয়ে দেন তিনি। এটি সেখানকার পোপের কাছে দিতে বলেন কুবলাই খান। চিঠিতে ইউরোপ থেকে একশ শিশুিত যাজক দিলে একজন অনুপ্রাণ করেন তিনি। কিন্তু দেশে ফিরে এসে তারা দেখেন, সেখানকার পোপ মারা গেছেন। তাই যাজক না নিয়েই রওনা হয়ে গেলেন তারা।জেরুজালেমের সেপলক্যার গির্জা থেকে বিশেষ এক তেল চেয়েছিলেন কুবলাই খান। তিনি শুনেছিলেন সেপলক্যার গির্জায় হাজার বছর ধরে একটি প্রদীপ জ্বলে চলছে, কখনও নিভেছে না। এই প্রদীপকে বছরের পর বছর জালিয়ে রাখতে যে তেল, তার এক বোতল নমুনা দেখতে চেয়েছিলেন কুবলাই খান। তেল নিয়ে মার্কো পোলোরা রওনা দিলেন আয়াসের পথে। সেখান থেকে যেতে হলে চীনে।তখন স্থলপথে যাত্রিক কোনো বাহন ছিল না। হেঁটে, খচর বা উটের পিঠে কিংবা ঘোয়া চাপে পথ চলতে হতো। দুই অশ্বের তালকের ঘুমাতে হতো খোলা আকাশের নিচে। সে

অভিজ্ঞতা অবশ্যই কষ্টকর। তবে মার্কোর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। রক্ষতার মাঝেও ফুলেল সৌন্দর্য খুঁজে নিতে পারতেন তিনি। যে এলাকা ভ্রমণ করতেন তার সবকিছু ডায়েরিতে লিখে রাখতেন। পাশাপাশি যে এলাকায় যেতেন, স্থানীয়দের কাছ থেকে সেখানকার মানুষদের গল্প-উপকথা-বিশ্বাসও সংগ্রহ করে রাখতেন। তার ভাষায়, এক অদ্ভুত তরল ফোয়ারা তিনি দেখেছিলেন। সেই ফোয়ারা দিয়ে প্রতিনিয়ত তেল নির্গত হয়। সেই তেল খাবার কাজে লাগে না, আশুন ঝালানো যায়। অন্য এক এলাকার মানুষের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন, সেখানকার মানুষ হজরত নূহ (আ.)-এর নৌকাটি দেখেছে। এই এলাকার একটি পর্বতের ওপর নৌকাটি গেঁথে আছে।একসময় হেঁটে হেঁটে তারা এলেন বাগদাদ শহরে। সেখানে বাগদাদই ছিল বিয়ের সেরা নগরী। বাগদাদের পর্ব শেষ করে তারা রওনা হলেন কেরান শহরের দিকে। এ পথে আবার ডাকাত লুটেরাদের উপাত বেশি ছিল। সৌভাগ্য বশত তাদের সঙ্গে যোগ মিল ক্রীতাদাস-এর বহর। তখন মানুষকে দাস হিসেবে আজীবনের জন্য কিনে নেয়া যেত। প্রহরীরা সেসব মানুষকে পাহারা দিয়ে এক এলাকা থেকে একেক এলাকায় নিয়ে যেত। এরকমই একটি দল জুটে যায় মার্কো পোলো ও তার বাবা-কাকাদের ভ্রমণপথে। লোক বেশি থাকতে ডাকাতের ভয় কম যে।যা।সেখান থেকে যাত্রা করে তারা পাড়ি দেন পামির মালভূমি। সেখানে

পোলোরা শীতের কষ্টে পড়েন। পাশাপাশি তারা খেয়াল করেন, রান্নার জন্য খাবার গুলোকে সেদ্ধ করা যায় না ভালোভাবে। তখন এর পেছনের কারণ জানা ছিল না তাদের। মার্কো পোলো এর পেছনে প্রচণ্ড শীতের দারী করছিলেন। পামির মালভূমি পেরিয়ে তারা রওনা হন কাশ্মীরের দিকে। সুন্দরতম এই শহর শেষে তারা রওনা হন তাদুত প্রদেশের উদ্দেশ্যে। সেখানে এসে হাফ ছেড়ে বাঁচলেন তারা। ক্রুত তাদের আগমনের খবর পাঁচনো হল খবর পাঁচনোর বিশেষ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। স্থানে স্থানে ডাকঘর বসান থাকত। সেখানে কেউ চিঠি দিলে একজন ফোডসওয়ার তা নিয়ে ক্রুত গতিতে পৌঁছে দিতেন পরবর্তী ডাকঘরে।কুবলাই খানের কাছে উপহার সমগ্রীও বিশেষ তেল তুলে দিলেন তারা। তিনি বেশ খুশি হলেন তাতে। আর এদিকে মার্কোর জ্ঞান ও অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাকে খুব পছন্দ করলেন সম্রাট। ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হয়ে যায় তাদের সম্পর্ক। সম্রাট রাজ্য সংক্রান্ত নানা ধরনের কাজ দিতে থাকেন মার্কোকে। একসময় রাজ্যের কূটনৈতিক কাজের দায়িত্বও দিলেন তাকে। এসবের পেছনে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে তার সততা ও বিশ্বস্ততা। একসময় ভেনিসে ফিরে যান মার্কো পোলো।অসুস্থতাজনিত কারণে বিছানা বসিয়ে মার্কো। ১৩২৪ সালের ৮ জানুয়ারি তিনি মৃত্যুপর্বণ করেন। তিনি স্ত্রী ডোনাটা ও তিন কন্যা রেখে যান।

ছদ্মবেশে হানা দিয়ে জাল সার্টিফিকেট চক্রের দুই পাণ্ডা ধৃত

নদিয়া, ১৫ সেপ্টেম্বর : ছদ্মবেশে হানা দিয়ে জাল সার্টিফিকেট চক্রের দুই পাণ্ডাকে হেতানোতে ধরলেন পুলিশের শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে। তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, বেশ কয়েক বছর আগেই সরকারিভাবে বিডি শ্রমিকদের হেতাজনা দিয়েও, বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্র মারফত তেহট্রের

বিজয়ীর হাতে উঠবে জরিখ, ১৫ সেপ্টেম্বর : আগামী ৬ অক্টোবর বিজয়ীর হাতে উঠবে ‘বেস্ট’ এর পুরস্কার। বর্ষসেরা পুরুষ ফুটবলার নামোয়ান পাণ্ডা ১২ জনের মধ্যে ৬ জনই ট্রেবলজয়ী ক্লাব

ম্যানচেস্টার সিটির।দ্য বেস্ট’ পুরস্কারের জন্য মনোনীতদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে ফিফা। বর্ষসেরার এই দৌঁে আছেন লিওনেল মেসি, আর্লিং হালান্ড, ম্যানচেস্টার সিটির।দ্য বেস্ট’ পুরস্কারের জন্য মনোনীতদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে ফিফা। বর্ষসেরার এই দৌঁে আছেন লিওনেল মেসি, আর্লিং হালান্ড,

কিলিয়ান এমবাল্লে সহ ১২ জন। নাম নেই পূর্তগিজ তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর সহ চেয়ে অবাক করার বিষয় বর্ষসেরার এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত হননি র‍াঞ্জিলের

তথ্যের ভিত্তিতে বেতাই নতুনপাডায় বিশ্বজি দাস নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে হানা দিয়ে প্রচুর জাল সার্টিফিকেট, জাল স্ট্যাম্প, ৫০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। ওই ব্যক্তি পেশায় একটি জুইয়ের গার্লস হাই স্কুলের প্যারা টিচার। রাতেই সমস্ত প্রমাণগত-সহ অভিযুক্তদের তেহট্র থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ব্রাজিলের কেউ নেই!

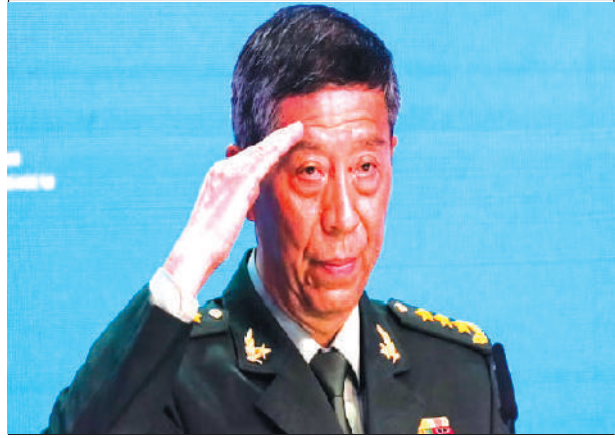
কেউই!মনোনীতদের ১২ জনের তালিকার রয়েছেন- জুলিয়ান আভলারের, মার্সেলে ব্রসোভিচ, কেউলি ডি ব্রুনো, ইরোসকা গুঃে দায়ান, আর্লিং হালান্ড, রব্রি,

সনাতন ধর্মকে শেষ করতে চায় কংগ্রেস, তাঁরা সংবিধানকে চূর্ণ করতে চায় ঃঅনুরাগ ঠাকুর



ভিলওয়ারা, ১৫ সেপ্টেম্বর : রাজস্থানের ভিলওয়ারা জেলায় ’পরিবর্তন যাত্রা’-য় নিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। পরিবর্তন যাত্রায় অংশ নিয়ে রোড শো করেন তিনি। এই অনুষ্ঠান থেকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন অনুরাগ সিং ঠাকুর। তিনি বলেছেন, সনাতন ধর্মকে শেষ করতে চায় .কংগ্রেস, তাঁরা সংবিধানকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে চায়।পরিবর্তন যাত্রায় অংশ নিয়ে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, কংগ্রেস সনাতন ধর্মকে নিয়ে লজ্জিত, তাঁরা সনাতন ধর্মকে শেষ করতে চায়, তাঁরা হিন্দুদের অপমান করতে চায় এবং তাঁরা সংবিধানকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে চায়। প্রতিনিদ কংগ্রেস এবং তাদের সমর্থিত দলগুলির নেতারা বলছেন, তাঁরা সনাতন ধর্মকে শেষ করে দেবেন... তাঁরা এখন সাংবাদিকদের বন্ডকট করা শুরু করেছেন এবং অভিযোগ দায়ের করা শুরু করেছেন। চেষ্টাই হোক অথবা বাংলা, তাঁরা অভিযোগ দায়ের করছে।

এবার নিখোঁজ চিনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী



নয়াদিিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর : ফের বেপাতা চিনের মন্ত্রী। বিদেশমন্ত্রীর পর এবার নিখোঁজ চিনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লি শাংফুর। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, গত দুই সপ্তাহ ধরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী লি শাংফুর কোনও খোঁজ মেলেনি। শোনা গিয়েছে, অসুস্থতার দেহাই দিয়ে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও বাতিল করেছেন চিনা প্রতিরক্ষামন্ত্রী। মার্কিন বিশেষজ্ঞদের মতে, তাকে সমস্ত দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।বেশ কয়েকটি মার্কিন সংবাদ সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, গত দুই সপ্তাহ ধরে জনসমক্ষে দেখা যায়নি চিনা প্রতিরক্ষামন্ত্রী লি শাংফুকে। বিশেষজ্ঞদের দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে জি শিনপিং প্রশাসন। তাছাাও মন্ত্রিসভার সমস্ত পদ থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে শাংফুকে। যদিও এখনও পর্যন্ত প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে নতুন কারও নাম ঘোষণা করেনি চিন সরকার। দিন কয়েক আগেই ভিয়েতনামের এক বইটি বৈঠক বাতিল করে দেন শাংফু। কারণ হিসাবে বলা হয়, অসুস্থতার কারণে বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারবেন না চিনা প্রতিরক্ষামন্ত্রী।সেই সঙ্গেই জানা গিয়েছে, চিনা সেনাবাহিনীর রকেট বিভাগের দুক্ষেপ নিয়েই এই বাহিনী কাজ করে। তবে কী কারণে দুই আধিকারিকের বরখাস্ত করা হয়েছে, তা এখনও অজানা। এই দুই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরেই জাপানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত রাহম ইমানুয়েল এক্স প্র্যাক্টিসমে নোেন, প্রথমে বিশেষমন্ত্রী কিং গ্যাং, তার পর রকেট বিভাগের আধিকারিক। এবার নিখোঁজের তালিকায় যোগ হয় চিনা প্রতিরক্ষামন্ত্রীর নামও। চিনা মন্ত্রিসভার আচরণ ক্রমেই আগাথা ফ্রিস্টির রহস্য উপন্যাসের মতো হয়ে উঠেছে।জেনারেল লি শাংফুকে শেষবার প্রকাশ্যে দেখা যায় গেল ২৯ আগস্ট। বৈঠকিংয়ে অনুষ্ঠিত তৃতীয় চিন-আফ্রিকা শান্তি ও নিরাপত্তা ফোরামে বক্তব্য দেন তিনি। একই মাসে শির রদবদলের খবর সামনে আসে। এর আগে গত জুলাই থেকে এখনও পর্যন্ত ‘ চিনের বিদেশমন্ত্রী কিং গ্যাং।

‘ভারতীয় ভাষা সম্মান-২০২৩’-এ ভূষিত ভারতীয় ভাষার ১৮ জন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক

বারাণসী, ১৪ সেপ্টেম্বর :হিন্দি দিবস উপলক্ষে বহুভাষী সংবাদ সংস্থা ‘হিন্দুস্থান সমাচার’ আয়োজিত ভারতীয় ভাষা সম্মান দিবস অনুষ্ঠানে ১৮টি ভারতীয় ভাষার সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের ‘ভারতীয় ভাষা সম্মান- ২০২৩’ দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। বারাণসীর রাজা চেতসিংহ ফোর্ট, শিবলা-তে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঝাড়খণ্ডের হজারিবাগ জেলায় বাসিন্দা এবং ভিডি নিউজ অর্থা দূরদর্শন দিল্লিতে সম্প্রচারিত ‘বার্তাবলী’-র মুখ্য সম্পাদক ডঃ নারায়ণ দত্ত মিশ্রকে সম্প্রদূত ভাষার জন্য পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও হিন্দি ভাষার জন্য ‘ সম্পাদক হিতেশ শঙ্কর, তেলেগু ভাষার জন্য সিনিয়র সাংবাদিক ড. কে. বিক্রম রাও, মারাঠি ভাষার জন্য সিনিয়র সাংবাদিক শ্রীরাম জোশী, গুজরাটি ভাষার জন্য পদ্মশ্রী ড. বিষ্ণু পান্ডা, পাঞ্জাবি ভাষার জন্য সিনিয়র সাংবাদিক ড. ভাই পরমজি সিং, বাংলা ভাষার জন্য উদ্ভর সুমন চন্দ্র দাস, অসমীয়া ভাষার জন্য অরুণ জ্যোতি বোরা, নেপালি ভাষার জন্য ডি রাম দুলার এবং সিন্ধি ভাষার জন্য কমল কিশোর খত্রীকে সম্মাননা দেওয়া হয়।একইভাবে প্রবীণ সাংবাদিক কাভালাম শশীকুমারকে মালয়ালম ভাষার জন্য, ডি. শ্রীনিবাসলকে তামিল ভাষার জন্য, স্বাভি চন্দ্রশেখর ও পাগাণ রাজ রামাচন্দ্র রাও কুলকারকে কন্নড় ভাষার জন্য, উদ্ভর সমর্থন নন্দকে ওড়িয়া ভাষার জন্য এবং কেশব মোহন পাণ্ডেকে ভোজপুরি ভাষার জন্য সম্মানিত করা হয়েছে। এছাড়াও হিন্দুস্থান সমাচারের দুই সাংবাদিক ডাঃ শরদা বন্দনা ও গুজ্ঞন কুমারকে ‘কলমবলী’ পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে।অনুষ্ঠানে হিন্দুস্থান সমাচার গ্রুপের পাব্লিক পত্রিকা ‘যুগবার্তা’ এবং মাসিক পত্রিকা ‘নরোথান’-এর বিশেষ সংখ্যাও চালু করা হয়। এই দু’টি বিশেষ সংখ্যায় ভারতীয় ভাষার উপর পণ্ডিতদের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই সময় ডালিমস সনবিম স্কুলের শিক্ষার্থীদের লেখা ‘ সা’ বইটিও প্রকাশ করা হয়।এর আগে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রবীণ প্রচারক এবং হিন্দুস্থান সমাচারের প্রাক্তন পৃষ্ঠপোষক লক্ষ্মী নারায়ণ ভালা ‘পঞ্চ প্রণ’ ভারতীয় ভাষা ও সমৃদ্ধ ভারতের থিম প্রচার করতে গিয়ে বলেছেন, পঞ্চপ্রণ শব্দ থেকেই স্পষ্ট ষে দেশই সর্বাপেক্ষে এ জন্য জরুরি হল যে ভাষার প্রয়োগ হবে তা দেশকে সমৃদ্ধ ও গর্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা করবে। পাঁচটি ব্রত সম্পর্কে বিস্তারিত বাখ্যা করে তিনি বলেন, মূলত দেশ, জীবন (জীবনীশক্তি), মন, বুদ্ধি, আত্মা... এই পাঁচটি উৎপাদন যন্ত্র মাধ্যমে আমরা দেশের উন্নয়নে আমাদের পূর্ণ অবদান রাখতে পারি।এর আগে হিংসুদ্বান সমাচারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ডঃ প্রদীপ মাধোক ‘বাবা’ অতিথিদের স্বাগত জানান। সংবাদ সংস্থার বারাণসী ব্যুরো প্রধান শ্রীধর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ডালিমস সানবিম বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত ও শিব স্তুতি পরিবেশন করে।

জিপ ও লরির সংঘর্ষে মৃত ৫

আরামায়া, ১৫ সেপ্টেম্বর : অঙ্গপ্রদেশের আরামায়া জেলায় জিপ ও লরির ভয়াবহ সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৫ জন। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১১ জন। শুক্রবার সকালে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আহত ১১ জনের মধ্যে ৭ জনের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ৫ জনের মধ্যে ৩ জন মহিলা ও দু’জন পুরুষ।মেথামপল্লীর সার্কেল ইন্সপেক্টর

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা
ক ল ক া ত া ১, ১৬ সেপ্টেম্বর : সোমবার, ২৯ ভাদ্র মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ৫৬৬ চৈতন্যাদ, চন্দ্র ৭ মধুসূদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাংব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ২২৯ ভাদ্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ২৯ ভাদ্র মাস ১৯৪৪, মৈত্রেঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অরুণাচলপুজার গতস্থপত্রঃ ২৪ঃ২৫ এবং অন্তঃবিকাল ০৪ঃ৫ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১৫ ২২(৮) এবং অন্তরাগ্নি ১২ঃ১৬৫ ২০(৮)।শুক্ল পক্ষ তিথিঃপূর্ণিমা (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৭৬৮৮ঃ৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবহিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ০৭ঃ৩৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে বিক্রমঃঅহিতগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩০ পর্যন্ত, তারার ১২ঃ ৫৬ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত কুলিক বেলঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩০ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ৪৪ঃ৫২ পর্যন্ত, কালাবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ০৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালারাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪ঃ ৬১৯ (২৭) ৩ পদঃস্বঃ ২২১৫ঃ২০ (৭) ১ পদঃস্বঃ ২২৭৫ঃ৫৯ (২৬) ২ পদঃস্বঃ ০২২২৫ (১) ১ পদঃবৃহস্পতিঃ ১০২৯ঃ৪২ঃ২৩ (২৫) ৬ পদঃশুক্লঃ ১০২১ঃ৭৩ (২৪) ১ পদঃনিঃ ৯২৫৪ঃ৩০ (২৬) ১ পদঃরাহুঃ ১২২৭ঃ৫৩ (৬) ২ পদঃকেতুঃ ৭২২৭ঃ৫৩ (১৬) ৪

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩০.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২২)
--

দুর্গাপূজোকেও রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার করতে গোপন ছক বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : বাংলায় গেরুইয়া শিবিরের জনসংযোগ ব্যাাতে এবার দুর্গাপূজোকে হাতিইয়ার বানাতে চায় বন্ধ বিজেপি। সুত্রের খবর, চন্দ্রখানের সাফল্য, জি-২০ থেকে শুরু করে গ্যাসের দাম কমার বিষয়ে হোর্ডিং বানিয়ে বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় বা পুজো মণ্ডপের সামনে টাঙানো হবে।প্রতিটা হোর্ডিংয়েই থাকবে প্রধানমন্ত্রী নরে ঞ্চর মোদির ছবি। মোদি সরকারের সাফল্য তুলে ধরতে এমন জায়গায় হোর্ডিং দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যাতে দর্শনাঙ্গীদের সহজেই চোখে পড়ে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার কলকাতায়

বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠকেও পুজোর সময় এভাবে জনসংযোগ করার নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেঞ্জ প্রধানা। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে প্রচার চালাতে হবে। বন্ধ বিজেপিতেও এসেছে সেই নির্দেশ। এদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরি অডিটোরিয়ামে উত্তর কলকাতা ও দমদম লোকসভা এলাকার বিজেপির নেতা ও কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। পুজোর মরশুম্‌মে মোদির ছবি দেওয়া হোর্ডিং প্রতি বুকে কমপক্ষে তিনটি করে লাগানোর কথা বলেছেন ধর্মেঞ্জ। গেরুয়া শিবির সুত্রে খবর, যারা বিজেপি নেতাদের নিয়ে দলের শর্ত

মেনে পুজো করবে, সেইসব ক্লাব বা সংগঠনকে বিজেপির তরফে



থেকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে। এই আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা

কেন্দ্রীয় নেতারা করবেন। আর্থিক অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে বিজেপির

নেতাদের রাখতে হবে। ২) পুজো মণ্ডপের আশপাশ ও চত্বর প্রধানমন্ত্রীর ছবি দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রচার করতে হবে। মূলত, এই দু’টি শর্ত মানলে সেই পুজোর উদ্যোক্তাদের ১ লক্ষ টাকা কিংবা তারও বেশি আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উসব দুর্গাপূজাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বহেন্দ্যাপাধ্যায়। উৎসবের কৌলিন্যা কে বজায় রাখতে কসুর করছে না শাসক শিবির সেখানে বিজেপি এই উসবকেই রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার বানানোর যে ছক কষেছে তা কতটা সফল হয় সেটিই দেখার।

আগামী ২৪ ঘন্টা পূর্ব ভারতে সক্রিয় থাকবে বর্ষা

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর : আগামী ২৪ ঘন্টা পূর্ব ভারতে সক্রিয় থাকবে বর্ষা। পাশাপাশি মধ্য ভারতে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর অবধি বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, পূর্ব ভারতে আগামী ২৪ ঘন্টা বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ থাকবে। মধ্য ভারতে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সক্রিয় থাকবে বর্ষা, এই সময়ে মধ্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বৃষ্টি হবে। আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টি হবে। ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের উপকূলীয় অঞ্চল এবং গোয়াতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। ১৬ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে গুজরাটের বিভিন্ন অংশে বৃষ্টি হবে। এই মাসের ১৬ তারিখ পর্যন্ত উত্তরাখণ্ডও বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি ও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে।

মেট্রোয় আবার যান্ত্রিক বিল্ট্রাট, যাত্রী ভোগান্তি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : কলকাতা মেট্রোয় আবার বিপত্তি! যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে শুক্রবার সকালে থমকে গেল মেট্রোর চাকা। গিরিশ পার্ক থেকে ময়দান পর্যন্ত মেট্রো বন্ধ দাকলেও গিরিশ পার্ক এবং দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে মেট্রো পরিষেবা চালু ছিল। অন্য দিকে, ময়দান থেকে কবি সুভাষ পর্যন্তও পরিষেবা চালু ছিল। সব মিলিয়ে দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। কলকাতা মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানিয়েছেন, পার্ক স্ট্রিট এবং এসপ্রায়নেড স্টেশনের মধ্যে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে গিরিশ পার্ক এবং ময়দানের মধ্যে মেট্রো পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। যার জেরে সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা। সুত্রের খবর, সমস্যার চার ময়দান থেকে দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশে প্রথম মেট্রো ছাড়ে বেলা ১২টা ৬ মিনিটে। অন্যদিকে গিরিশ পার্ক থেকে কবি সুভাষের উদ্দেশে মেট্রো ছাড়ে বেলা ১২টা ১০ মিনিটে। কিন্তু পরিস্থিতি পুরো স্বাভাবিক হতে আরও বেশ কিছুটা সময় কেটে যায়।

দেহদান করে গেলেন কলকাতায় ডেঙ্গি আক্রান্ত মৃত তরুণ চিকিৎসক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : কলকাতায় মৃত্যু হল আরও এক ডেঙ্গি আক্রান্তের। পেশায় চিকিসক ২৮ বছরের ওই যুবা শুক্রবার ভোরে শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। প্রতিশ্রুতি মতো নিজের দেহদান করে গিয়েছেন ওই চিকিসক। মৃত্যুর শংসাপত্রে ডেঙ্গি আক্রান্ত হওয়ার উল্লেখ রয়েছে। মৃতের নাম দেবদুটি চট্টোপাধ্যায়। ঢাকুরিয়ার শহিদ নগরের বাসিন্দা তিনি। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের রিজিয়োনাল ইনস্টিটিউট অফ অপথালমোলজির চিকিসক। ১২ সেপ্টেম্বর বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। শুক্রবার ভোর ৪টো ৪০ মিনিটে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর শংসাপত্রে লেখা রয়েছে, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ বিকল হয়ে গিয়েছে। অতীতে কিডনি প্রতিস্থাপন হয়েছিল এই চিকিৎসকের। তার পরে ডায়াবিটিস ধরা পড়ে। চিকিসক তাঁর দেহ দান করে গিয়েছেন। কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় দেহ।

ঘরে ঢুকতেই পারছেন না আরজি করের নয়া অধ্যক্ষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে অধ্যক্ষ দলের নির্দেশের প্রেক্ষিতে গত চার দিন ধরে বিক্ষোভ চলছে হাসপাতাল চত্বরে। শুক্রবার সেই বিক্ষোভ সামলাতে আরজি করকে হাজির হলেন রাজ্যের শাসকদলের মুখপাত্র তথা আরজি করের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান শান্তনু সেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সমিতির প্রাক্তন প্রধান তথা শাসকদলের নেতা সুদীপ্ত রায়ও। শহরের পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালের অন্যতম হল আরজি কর। সেখানকার পড়ুয়া চিকিসকদের বিক্ষোভের জেরে গত চার দিন ধরে নিজের ঘরেই ঢুকতে পারেননি কলেজের নতুন অধ্যক্ষ মানস বংে দ্যাপাধ্যায়। তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ রেখে তার সামনেই বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন আরজি করের পড়ুয়া চিকিসকদের একাংশ। তাঁদের দাবি, সরকারি নির্দেশে সায় নেই তাঁদের।

জয়নগর থানার উত্তর দুর্গাপুর তালতলার মোড়ে পথ দূর্ঘটনায় মৃত্যু ১



তালতলার মো। থেকে ধৃত দুর্ঘটনা গ্রন্থ মোটরসাইকেল শুক্রবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।বৃহস্পতিবার জয়নগর থেকে দক্ষিন বারশত গামী দ্রুত গতিতে আসা একটি মোটর সাইকেলের গাছায় তালতলার মোড়ে পথচারী এক গৃহবধূর মৃত্যু ঘটে। আর তার পরেই স্থানীয় মানুষ জন ঘাতক মোটরসাইকেল চালককে আটকে রেখে জয়নগর থানায় খবর দিলে জয়নগর থানার পুলিশ গিয়ে ঘাতক মোটরসাইকেল চালককে প্রথমে আটক ও পরে গ্রেফতার করে।ধৃতের নাম ফারুক মন্ডল, বাড়ি জয়নগর মন্ডিলপুর পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডের বিদ্যুৎ অফিসের কাছে। বৃহস্পতিবার মৃতের পরিবারের তরফে জয়নগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। আর শুক্রবার ধৃত ব্যক্তিকে জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

১১ দিনের পুজো নিয়ে হুগলির কোন্নগরে চক্রবর্তী বাড়ির ব্যস্ততা বাড়ছে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৫ সেপ্টেম্বর : স্বপ্রাদেশ পেয়ে শুরু হয়েছিল পুজো। এবছর ৭৭ তম বর্ষে পা



দেবে হুগলির কোন্নগরের চক্রবর্তী বাড়ির দুর্গা পুজো। প্রাচীন রীতি মেনে আজও মহালয়ের পরদিই হয় পুজো। তার পর দশমীতে বিসর্জন। হুগলি জেলার কোন্নগরের চক্রবর্তী বাড়ির গৃহকর্তা নলিনীকান্তি চক্রবর্তী

স্বপ্রাদেশ পেয়েছিলেন। দেবী দুর্গা তাঁর হাতে পূজিত হতে চেয়েছিলেন। তার পরই মা দুর্গার

গঙ্গায়। চক্রবর্তী বাড়ির প্রতিমাতেও রয়েছে বিশেষত্ব। তাঁদের প্রতিমা কপ্তি পাখরের। ফলে তা ভাসান দেওয়া হয় না। তবে প্রত্যেক বছর মা দুর্গা নতুন করে সাজেন। এখানে মা দুর্গা একাই থাকেন। থাকে না কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী। সমস্ত নিয়ম মেনে ভোগপ্রসাদ ও যজ্ঞের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় পুজো। এই পুজোর আরও একটি প্রাচীন রীতি হল দেবীকে গান শোনানো। কথিত রয়েছে, দেবী নাকি গান শুনতে ভালবাসেন। তাই মহালয়ার পর থেকে প্রতিদিন নিয়ম মেনে পরিবারের সদস্যরা নিজের গলায় গান শোনান দেবীকে। এই পুজোকে কেন্দ্র করে মেতে ওঠেন চক্রবর্তী পরিবারের সদস্যরা।

অমর কথাশিল্পী শরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৪৮তম জন্ম দিন পালন দেউলটিতে

দুরন্ত বার্তা,দেউলটি, ১৫ সেপ্টেম্বর : আজ অমর কথাশিল্পী শরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৪৮তম জন্ম দিন পালন করা হয়। সামতাবেড

দেউলটি বসত বাড়ীতে। রূপনারায়ণ নদের তীরে এই বসতবাড়ি সরকার হেরিটেজ ঘোষণা করেছে এবং এটি পর্বটন কেন্দ্র ঘোষণা করেছে। সাহিত্য প্রেমী মানুষ ও ভ্রমণ পিপাসুদের উপস্থিতিে স্বজন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে দলবঁধে কবি সাহিত্যিক তাঁর মূর্তি তে মালাদান করে। অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ ও কবিতা প্রতিযোগিতা হয়। গুলীজনদের সত্বর্না ও চারা গাছ বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের বনভূমি ও পর্যটনের কর্মাধ্যক্ষ মানস কুমার বসু। দুই বাংলার বিশিষ্ট কবি আরণ্যক বসু ও সাংবাদিক বরুণ চক্রবর্তী অগ্রিশিখা এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন উস্ত্তর রঞ্চিত দাশ। কবি শিবশঙ্কর বক্সী চন্দনা কুন্ডু দীপতী মুখার্জি অনিলিতা পালা। অচিন্ত্য মন্ডল প্রসেনজি ঘোষ ধনঞ্জয়

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দূরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৮৭ সংখ্যা, শনিবার, ২৯ ভাদ্র, ১৪৩০

দলিত উন্নয়নে বিদ্যাসাগর

কলকাতার শিক্ষিতদের মধ্যে থেকে বিদ্যাসাগর একেবারে হাঁপিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি শেষ জীবনে শান্তিতে বসবাস করার জন্য কর্মটিাড়ে চলে গিয়েছিলেন। একেবারে সাঁওতালদের মধ্যে থেকে জীবনের শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। বিধবা বিবাহ দেওয়ার পর বিদ্যাসাগর মনে করলেন এবারে কলকাতায় থেকে আর কোনও কাজ নেই। বিদ্যাসাগর সেই কারণে শেষ জীবন শান্তিতে থাকার জন্য বাংলা ত্যাগ করে তারা যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কর্মটিাড় কথটির অর্থ হচ্ছে বিস্তীর্ণ কর্মভূমি বা কর্মরমাঞ্চর এর ডাঙ্গা। বিদ্যাসাগর আঠারো বছর সাঁওতালদের মধ্যে কাটান। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, কর্মা নামে এক সাঁওতালের নামে কর্মটিাড়। এখানে বিদ্যার পাহাড় নন, কর্মের পাহাড় কর্মমবুরু বা কর্ম-দেবতা। ছোটনাগপুর মালভূমি এলাকায় অনেক স্থানে বিভিন্ন গ্রামের এক নাম দেখা যায়, গ্রধানত গাছের নাম, মেনে কর্মটিাড় (হলুদ ও কেলিকম), জামতাড়া, মাতকোমডহি (মহুয়া), সারাজড়িহি (শালা), সাপারমডিহি

সম্পাদকীয় (হলুদ ও কেলিকম), জামতাড়া, মাতকোমডহি (মহুয়া), সারাজড়িহি (শালা), সাপারমডিহি (শিউলিবন) ইত্যাদি। হাওয়া বদল বা বিশ্বাম নিতে বিদ্যাসাগর বাঙালি অধ্যুষিত দেওঘরের বড় বাড়ি কেনার চেষ্টে সাঁওতালদের মধ্যে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কর্মটিাড়েড় বৃক্ষবাগান সহ ছোট বাড়ি কেনা ঠিক করলেন ১৮৬৯ সালে। সাঁওতালরা ওখানকার সাত-আট ধল দিকো (বহিরাগত) বা বাঙালিদের বিশ্বাস করতো না। কারণ এই ভদ্রলোকদের কাছ থেকে তারা জিনিস বিক্রি করলে দাম পেত না। শ্রমের মজুরি পেত না। একমাত্র বিদ্যাসাগর ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি প্রতি বছর হাজার টাকার কপল, কমলালেবু, খেজুর কিনে সাঁওতালদের পরিবারের মধ্যে বিতরণ করতেন। বিশেষ করে বয়স্ক সাঁওতালদের শীতের বস্ত্র দিতেন। ওষুধ, ভেজজ ও পথ্য দিতেন। কারো কারোলা হলে চিকিৎসা করতেন এবং নিজের হাতে রোগীর মলমূত্র পরিস্কার করতেন। দুপুর রোদে তিন মাইল হেঁটে বালকের চিকিৎসা করেছেন। সাঁওতালদের মধ্যে থেকে তিনি কাজ করে গিয়েছেন আনন্দের সঙ্গে। সেখানকার আদিবাসী সমাজ বহিরাগতদের সম্পর্কে যে অবজ্ঞা ছিল সেটাকে তিনি দূর করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর সাঁওতালদের মধ্যে আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করার জন্য সেখানে একটি স্কুল খুলে ছিলেন। সেই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন তিনি স্ময়ং। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিদ্যাসাগরের এই নন্দন কাননের নাম দিয়েছিলেন ‘মহর্ষির আশ্রম’। বিদ্যাসাগর সকাল বেলায় বাগানের কাজ করতেন। সেখানে হুহুদী শাক, তেলাকুচা শাক, তুলসী সহ আরও বেশ কিছু ওষুধি গাছ লাগিয়েছিলেন। ফলের গাছও তিনি লাগান। এখন তাঁর নিজের হাতে পোঁতা আম গাছটি বিশাল আকার ধারণ করে বিরাজ করছে এখ নও। সাঁওতালদের গ্রামেও যেতেন বিদ্যাসাগর। সহজ সরল মানুষদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। বিদ্যাসাগর না চাইলে তার হাতে মরগিছানা তুলে দি়ে সাঁওতালরা। তাঁর সমানে সাঁওতাল মেয়েরা নাচ করতো। বিদ্যাসাগরের সমানে নাচ করতে সাঁওতাল মেয়েদের কোনও লজ্জা ছিল না। নন্দন কাননে বিদ্যাসাগর একটি স্কুল স্থাপন করেন ১৮৭৩ সালে। সাঁওতালরা সবাই কিন্তু বিদ্যাসাগরের বাংলা ভাষা বুঝতো না। মাত্র একজন সাঁওতাল মেয়ে বিদ্যাসাগরের কথা বুঝতো। সেই বিদ্যাসাগরের কথাকে সবার কাছে পৌছে দিত। বিদ্যাসাগর সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সাঁওতালদের শিক্ষিত করলে গেলে তাদের মতো করে থাকতে হবে। তাদের মতে মত দিয়ে চলতে হবে। তারপরে ধীরে ধীরে তাদেরকে শিক্ষিত করতে হবে। সেই কারণে তিনি কর্মটিাড়েড় কাঁকুড়ে মাটি সরিয়ে সেখানে ফল গাছের লম্বায়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে ফল গাছ লাগালে তার অধিক পরিমানে অর্থকরীর ব্যবস্থা হয়ে থাকে। ভেজজ গাছ লাগিয়ে কোনও গাছের কোন রোগ সারে সেই কথাও তিনি সাঁওতালদের শিখিয়েছেন। থানকুনি পাতা বেঁটে খেলে পেটের রোগ সারে সেটাও তিনি সাঁওতালদের শেখান।

আধুনিক ভারত-জাপান নীতি

ভারতের বিপ্লবী রাসবিহারী বোসকে জাপান সরকার ‘রাইজিং অব দ্য সান’ সম্মানে ভূষিত করেছিল। জাপান কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্মান দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যতবারই জাপানে গিয়েছেন সেখানকার রাজা এবং রানি কবিগুরুর সম্মানে নেশ ভোজের আয়োজন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জাপানের চিঠি নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি জাপান দেখে যা উল্লসিত্ত করেছিলেন তা সবটাই লিপিবদ্ধ করা আছে। রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি জাপান সফর করেছিলেন। তিনি জাপানী মানুষদের শ্রদ্ধা অল্পত হয়ে গিয়েছিলেন। স্বদেশে ফিরে এসে শান্তিনিকেতনে তিনি জাপান সরকারের সহযোগিতা নিয়ে জাপান ভবন নির্মাণ করেন। সেখানে ছাত্রীদের জাপানী ভাষা থেকে শুরু করে জাপানী শিল্পরীতিও শেখানো হয়। প্রতি বছরই জাপান সরকার স্কলারশিপ দিয়ে থাকে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা লিবারাল ডেমোক্র্যাট পার্টির নেতা ছিলেন শিনজো আবে। দলীয় প্রার্থীকেই সাতার সমর্থনে ইয়ামাতো সাইলইজি স্টেশনের সামনে নির্বাচনী প্রচার করছিলেন সেই সুযোগ নিয়ে আততায়ী তেৎসুয়া ইয়ামাগামি আবেকে লক্ষ্য করে গুলি চলায়। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে পারমানিক বোমা আমেরিকার ফ্লোতে আজও পর্যন্ত তাকে ফ্মার চোখে দেখে নি। নাগাসাকি দিনেরে দিন আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট বারক ওবামা এসে তিনি শহিদ বেদিতে দাঁড়িয়ে ফমা চেয়েছিলেন। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিয়ো কিশিদা এখন ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আগ্রহী। জাপানের মেরিচাইম সেক্ষ ডিফেন্স ফোর্সে তিন বছর কাজ করেছিলেন। জাপান একন চুপ করে গিয়েছে। তার ফলে রাশিয়া এবং চিনের হাওয়া বইতে শুরু করে দিয়েছে বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা মনে করছেন। ভারতের সঙ্গে জাপানের বন্ধুত্ব দীর্ঘকাল ধরে অটুট। ইউক্রেন যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন প্রাক্তন জাপ প্রধানমন্ত্রী আবে। এমনকী চিনের আগ্রাসন নীতির সমালোচনা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি কোয়ড বৈতকে অশে গ্রহণ করে চিনের আগ্রাসন নীতির সমালোচনা করেন। ভারতের কুটনীতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে তিনি বঝতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে বিশ্ব শান্তির খুবই প্রয়োজন। রাশিয়ার ইউক্রেন যুদ্ধের পক্ষে তিনি ছিলেন না। ১৯৩৬ সালের পরে জাপানে এই প্রথম আততায়ীর হামলায় প্রাণ হারালেন একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী



কপট ব্যক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে, অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত দান হতেও প্রবঞ্চিত হয়.....

কালী সাধক রামপ্রসাদ

তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। কর্ম করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করা চলবে না। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

‘দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে’-মাইকেল

রবীন্দ্রকুমার শীল (কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের দ্বিশতবর্ষ জন্মদিবস। কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেই আজকের প্রতিবেদন) একেবারে বিপরীত দিকে পা চালাতে শুরু করে দিলেন। প্রাচ্য সভ্যতাকে ত্যাগ করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন। প্রাচীন ধর্মীয় খোলস থেকে বের হয়ে এসে নতুন ভাবে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তার জন্য তিনি বহু কষ্ট ভোগ করেছেন। রামায়ণের বহমান চিন্তার ধারাকে একেবারে নতুন দৃষ্টিকোন দিয়ে বিচার করলেন। ‘মেঘনাদ বধ’ কাব্য রচনা করলেন। সেখানে তিনি দেখালেন যে রাম, রাবণ রাজা মহারাজ হয়েও প্রকৃত অর্থে তাঁরা কিন্তু বীর নন। প্রকৃত বীর এবং শক্তির আধার হলেন মেঘনাদ। তিনি শক্তিশালী ধনুধর। মহান রাম, রাবণ চরিত্র মাইকেলের মনে কোনও রেখাপাত করতে পারেনি। ‘মেঘনাদ’কেই তিনি রামায়ণের মহান বীর বলে উপস্থিত করলেন। প্রাচীন কাল থেকে রামায়ণ বা মহাভারতে এবং হিন্দু পুরাণ গ্রন্থে যে সব চরিত্রগুলি অবহেলিত হয়েছিল সেগুলিই মাইকেলের হাতে মহান হতে শুরু

করলেন। যুক্তি দিয়ে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের চরিত্রগুলিকে বিচার বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন। মাইকেল হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ে সাহেব হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে সেই সময়ে হিন্দু বলে গ্রহণ করতে একেবারে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর গায়ে হিন্দুদের কোনও রক্ত প্রবাহিত হবে না বলে তিনি খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করে ঘাঁটি সাহেবে পরিণত হলেন। লিখে ফেলেন ‘ক্যাপটিভ লেডি’ মহাকাব্য। বাইরনের ‘দ্য লেডি অব স্যালোট’ মতো মহাকাব্য রচনা করলেন ইরেজি ভাষাতে। ইংরেজি প্রতিষ্ঠিক কবি বাইরনকে অতিক্রম করার প্রবল ইচ্ছা থেকেই তিনি ক্যাপটিভ লেডি মহাকাব্য রচনা করেছিলেন যার পাঠককুল বাঙালি ছাড়া আর কোনও ইংরেজ ছিল না। ইংরেজরা কিন্তু মাইকেলকে ইংরেজ কবি বাইরনের আসনে বসায় নি।



বিদেশে থাকাকালীনই মাইকেল তাঁর নিজস্ব কবি সত্ত্বা এবং নিজের অবস্থান দেখে তা অনুভব করতে পেরেছিলেন। হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ে যে মাইকেল সাহেব ইংরেজি কবি হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন বিদেশে গিয়ে সেই মাইকেল আবার বাংলার কবি জগতে ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বিদ্যাসাগরে এই সময়টার জন্যই অপেক্ষা

করলেন। বিদ্যাসাগর তখন মাতৃভাষায় শিক্ষা অন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন জোর কদমে। ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা ভাষার চর্চার শ্রীবৃদ্ধির দিকে মনসংযোগ করতে শুরু করেছেন

করলেন। তিনি মাইকেল সাহায্য করলেন। বিদ্যাসাগর তখন মাতৃভাষায় শিক্ষা অন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন জোর কদমে। ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা ভাষার চর্চার শ্রীবৃদ্ধির দিকে মনসংযোগ করতে শুরু করেছেন বিদ্যাসাগর। এবারে সেই আন্দোলনে সামীল হলেন মাইকেল। তিনি আবার বিদ্যাসাগরের নারী শিক্ষা আন্দোলনকে সমর্থন করে বীরঙ্গনা কাব্য রচনা করলেন। বিদ্যাসাগরের নারী স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন দিলেন। বীরঙ্গনা কাব্য এর পাশাপাশি লিখ লেন ‘ব্রজঙ্গনা কাব্য’।বিদ্যাসাগরে দেখানো পথ ধরে মাইকেল এবারে

প্রকাশ করলেন। বিদ্যাসাগর এই সময়টার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তিনি মাইকেল সাহায্য করলেন। বিদ্যাসাগর তখন মাতৃভাষায় শিক্ষা অন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন জোর কদমে। ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা ভাষার চর্চার শ্রীবৃদ্ধির দিকে মনসংযোগ করতে শুরু করেছেন বিদ্যাসাগর। এবারে সেই আন্দোলনে সামীল হলেন মাইকেল। তিনি আবার বিদ্যাসাগরের নারী শিক্ষা আন্দোলনকে সমর্থন করে বীরঙ্গনা কাব্য রচনা করলেন। বিদ্যাসাগরের নারী স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন দিলেন। বীরঙ্গনা কাব্য এর পাশাপাশি লিখ লেন ‘ব্রজঙ্গনা কাব্য’।বিদ্যাসাগরে দেখানো পথ ধরে মাইকেল এবারে

চলতে শুরু করলেন। ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’ প্রথম প্রকাশ অনুষ্ঠানে মাইকেল সম্বর্ধনা বিদ্যাসাগর উপস্থিত ছিলেন না। তবুও বিদ্যাসাগর মাইকেল বন্ধুত্বের

চলতে শুরু করলেন। ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’ প্রথম প্রকাশ অনুষ্ঠানে মাইকেল সম্বর্ধনা বিদ্যাসাগর উপস্থিত ছিলেন না। তবুও বিদ্যাসাগর মাইকেল বন্ধুত্বের

চলতে শুরু করলেন। ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’ প্রথম প্রকাশ অনুষ্ঠানে মাইকেল সম্বর্ধনা বিদ্যাসাগর উপস্থিত ছিলেন না। তবুও বিদ্যাসাগর মাইকেল বন্ধুত্বের

চলতে শুরু করলেন। ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’ প্রথম প্রকাশ অনুষ্ঠানে মাইকেল সম্বর্ধনা বিদ্যাসাগর উপস্থিত ছিলেন না। তবুও বিদ্যাসাগর মাইকেল বন্ধুত্বের

চলতে শুরু করলেন। ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’ প্রথম প্রকাশ অনুষ্ঠানে মাইকেল সম্বর্ধনা বিদ্যাসাগর উপস্থিত ছিলেন না। তবুও বিদ্যাসাগর মাইকেল বন্ধুত্বের

‘মেঘনাদ বধ’ কাব্যের রচয়িতা মাইকেল

মাইকেল একেবারে বিপরীত দিকে পা চালাতে শুরু করে দিলেন। প্রাচ্য সভ্যতাকে ত্যাগ করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন। প্রাচীন ধর্মীয় খোলস থেকে বের হয়ে এসে নতুন ভাবে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তার জন্য তিনি বহু কষ্ট ভোগ করেছেন। রামায়ণের বহমান চিন্তার ধারাকে একেবারে নতুন দৃষ্টিকোন দিয়ে বিচার করলেন। ‘মেঘনাদ বধ’ কাব্য রচনা করলেন। সেখানে তিনি দেখালেন যে রাম, রাবণ রাজা মহারাজ হয়েও প্রকৃত অর্থে তাঁরা কিন্তু বীর নন। প্রকৃত বীর এবং শক্তির আধার হলেন মেঘনাদ। তিনি শক্তিশালী ধনুধর। মহান রাম, রাবণ চরিত্র মাইকেলের মনে কোনও রেখাপাত করতে পারেনি। ‘মেঘনাদ’কেই তিনি রামায়ণের মহান বীর বলে উপস্থিত করলেন। প্রাচীন কাল থেকে রামায়ণ বা মহাভারতে এবং হিন্দু পুরাণ গ্রন্থে যে সব চরিত্রগুলি অবহেলিত হয়েছিল সেগুলিই মাইকেলের হাতে মহান হতে শুরু

করলেন। তিনি মাইকেল সাহায্য করলেন। বিদ্যাসাগর তখন মাতৃভাষায় শিক্ষা অন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন জোর কদমে। ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা ভাষার চর্চার শ্রীবৃদ্ধির দিকে মনসংযোগ করতে শুরু করেছেন

করলেন। তিনি মাইকেল সাহায্য করলেন। বিদ্যাসাগর তখন মাতৃভাষায় শিক্ষা অন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন জোর কদমে। ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা ভাষার চর্চার শ্রীবৃদ্ধির দিকে মনসংযোগ করতে শুরু করেছেন বিদ্যাসাগর। এবারে সেই আন্দোলনে সামীল হলেন মাইকেল। তিনি আবার বিদ্যাসাগরের নারী শিক্ষা আন্দোলনকে সমর্থন করে বীরঙ্গনা কাব্য রচনা করলেন। বিদ্যাসাগরের নারী স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন দিলেন। বীরঙ্গনা কাব্য এর পাশাপাশি লিখ লেন ‘ব্রজঙ্গনা কাব্য’।বিদ্যাসাগরে দেখানো পথ ধরে মাইকেল এবারে

চলতে শুরু করলেন। ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’ প্রথম প্রকাশ অনুষ্ঠানে মাইকেল সম্বর্ধনা বিদ্যাসাগর উপস্থিত ছিলেন না। তবুও বিদ্যাসাগর মাইকেল বন্ধুত্বের

চলতে শুরু করলেন। ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’ প্রথম প্রকাশ অনুষ্ঠানে মাইকেল সম্বর্ধনা বিদ্যাসাগর উপস্থিত ছিলেন না। তবুও বিদ্যাসাগর মাইকেল বন্ধুত্বের

বাংলার শ্যামা সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা

শ্যামা সঙ্গীত শুনতে সিস্টার নিবেদিতা খুঁ পচ্ছন্দ করতেন। স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে মা কালীকে উপলব্ধি করা যেতে পারে। বিপ্লবীদের প্রাণন পুজো ছিল কালী পুজো। কালী পুজো যেমন ডাকতদের পুজো ছিল ঠিক তেমনি আবার কালী ছিল বিপ্লবীদের মুখ্য পুজো। কাজী নজরুল বহু শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে গান গাইতেন। তিনি কিন্তু ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ হলেও হিন্দুদের বেদদেবী নিয়ে বহু সঙ্গীত যেমন রচনা করেছেন পাশাপাশি তিনি আবার মা কালীকে একেবারে মানবী রূপ দিয়েছেন। মা কালীকে মানবী রূপ দিয়েছিলেন সাধক রামপ্রসাদ সেন এবং কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। সেই ধারাকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালে সঙ্গীত পরিচয় দিতে আগ্রহী। ভক্তিমূলক গান থেকে শ্যামা সঙ্গীতকে বের করে নিয়ে আসার জন্য বহু শিল্পীরা একে বিশেষ স্থান দিয়েছেন। ফলে বাংলায় আচার আরণ এবং সামাজিক নিয়ম কানুনও এই সঙ্গীতের মধ্যে থেকে প্রকাশ পায়। বাংলায় রামপ্রসাদী শ্যামা সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা রয়েছে। ভক্তিরীতির পাশাপাশি শ্যামা সঙ্গীতও বাংলায় শ্রোতাদের মুগ্ধ করতে পেরেছে। বৈষ্ণব পদাবলী জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল বড়ু চণ্ডীদাস, জয়দেব এবং শ্রীচৈতন্যের উদ্যোগে। রামায়ণ গান এবং মহাভারত পাঠ বাংলায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। রামায়ণ এবং মহাভারত পাঠের পাশাপাশি বৈষ্ণব পদাবলী প্রভাব বিস্তার করে। বাংলায় বৈষ্ণব পদাবলীকে নিয়ে এসেছিলেন বড়ু চণ্ডিগপা এবং কবি

জয়দেব। পরবর্তীকালে চৈতন্যদেব ব্যাপকভাবে বৈষ্ণব পদাবলী পণ্ডিতদের লিখতে উৎসাহিত করেছিলেন।কিন্তু শান্ত পদাবলী বাংলায় জনপ্রিয় ছিল। বিশেষ করে তত্ত্বসাধক রামপ্রসাদ সেন শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে বাংলা সঙ্গীত জগতে নতুন ধারার প্রভাবিত করলেন। শুধু তিনি নন পাশাপাশি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য শ্যামা সঙ্গীত গিয়েছেন। তবে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন রামপ্রসাদ সেন। তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে তাঁর রাজসভার কবি করে নিয়োগ দিয়েছেন। চৈতন্যদেব যেমনভাবে বৈষ্ণব পদাবলীকে বাংলার একটি অন্যতম সঙ্গীতের অংশ হিসাবে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন ঠিক তেমনি সাধক রামপ্রসাদ সেন শ্যামা সঙ্গীত গেয়ে বাংলার সঙ্গীতের প্রবান বেয়ে দিয়েছিলেন। এদের সঙ্গীতের মধ্যে বাউল এবং কীর্তনের সুর শোনা যেত। ‘আমি মন্ত্র তত্ত্ব জানি নে মা’ - তান্ত্রিক পরিবারের সন্তান হয়েও রামপ্রসাদ সেন শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে মা কালীর ভজনা করতেন। পূজা অর্চনা তিনি করতে জানতেন না। সারাদিন সঙ্গীত রচনা এবং সুর দিয়ে কৃষ্ণনগরের রাজসভাকে মুগ্ধ করে রাখতেন। তত্ত্ব সাধনায় মন্ত্র পাঠ এর চেয়ে সঙ্গীত রচনার মধ্যে দিয়ে শ্যামার আধাণনা করার কথা উপলব্ধি

হেরিটেজ : কালীঘাটের কালী মন্দির

কলকাতার কালীঘাটের কালী মন্দিরটি অতি প্রাচীন। তখন কলকাতা, সূতানটি এবং গোবিন্দপুর গ্রাম হিসাবে পরিচিত ছিল তখন থেকেই কালীঘাটের কালীমন্দিরটি সেখানে ছিল। সেই সময়ে আদি গঙ্গা দিয়ে ডাকতে দলদের নৌকা যাতায়াত করতো।

তারা কালী পূজা দিয়ে ডাকতি কররে বের হতো। চারিদিকে জঙ্গল। ভয়ে সেখানে সাধারণ লোকেরা দিনের বেলাতেও যেত না। কালীঘাটের বর্তমান মন্দিরটি তৈরি করা হয়েছিল ১৮০৯ সালে। সাবর্ণ রায়চৌধুরীরা এই কালীঘাট মন্দিরটি সংস্কার করেছিলেন। সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের একজন সন্তোষ রায়চৌধুরী কালী ভক্ত ছিলেন। ১৭৯৮ বর্তমান মন্দিরটির নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছিল। মন্দিরটি তৈরি করতে ১১ বছর সময় লাগে। কালীঘাটের পাশে একটি পবিত্র জলাশয়। এখানে সতীর অঙ্গ এসে পড়েছিল বলে কথিত রয়েছে। এক সময়ে জব চার্নক কালীঘাট মন্দির পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর হিন্দু স্ত্রী। তিনি কালী ভক্ত ছিলেন। স্ত্রীর অনুরোধে জব চার্নক কালীঘাটে কালী দর্শন করে ছিলেন বলে কথিত রয়েছে। সারা ভারত থেকে কালীভক্তরা এখানে এসে কালী পূজা দিয়ে থাকেন। তারাপীঠ এর মতোই কলকাতারা কালীঘাটের সুনাম সর্বত্র। কলকাতার যারাই আসেন তাঁরাই কালীঘাটের কালী দর্শন করে থাকেন। কালী পূজোর দিন সারা রাত ধরে পূজা এবং ভোর বেলায় প্রসাদ বিতরণ হয়। সেই প্রসাদ গ্রহণ করতে দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে “মনসা চরিত” এবং কবি কন্ধন ‘মানসা মঙ্গল’ কাব্যে কালীঘাচের কালী মন্দিরের কথা উল্লেখ রয়েছে। তখন কালী মন্দির এত বিশাল ছিল না। আদি গঙ্গার পাড়ে একটি ছোট কালী মন্দির ছিল। পরে রায়চৌধুরীরা বর্তমান কালীমন্দিরটি নির্মাণ করে। আদি গঙ্গার রূপ তখন ভয়ঙ্কর ছিল। নদীর জলে প্রবল শ্রোত ছিল। জেলেরা মাছ ধরতো আর কাজাতেরা নৌকা করে যাতায়াত করতো। সাধারণ লোকেরা এই আদি গঙ্গার ভয়ে বসবাস করতো না।

সব ফরম্যাটে খেলা উচিত নয় বুমরার

মত শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি পেসার চামিন্ডা ভাসের

কলম্বো, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ একটা সময় জসপ্রীত বুমরাকে শুধুমাত্র টি-টোয়েন্টি স্পেশালিস্ট মনে করা হত। এরপর শালা-বলের স্পেশালিস্ট। বুমরা যে টেস্ট ক্রিকেটও খেলতে পারেন, এমন ধারনাই কঠিন ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় অভিযেক টেস্ট সিরিজের সাড়া ফেলেন জসপ্রীত বুমরা। এখন ভারতীয় দলে তিন ফরম্যাটেই অবিচ্ছেদ্য অংশ এই পেসার। টিম ইন্ডিয়ায় পেস আক্রমণের মূল অংশ। চোটের জন্য দীর্ঘ সময় বাইরে ছিলেন। আয়ারল্যান্ড সিরিজে প্রত্যাবর্তন হয়। খেলছেন এশিয়া কাপেও। ভারতের বিশ্বকাপ স্বপ্নে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি পেসার অবশ্য মনে করেন, সব ফরম্যাটে খেলা উচিত নয় বুমরার। এর কারণও ব্যাখ্যা করলেন। প্রতি প্রজন্মে এমন একজন ব্যাটার আসেন, যিনি এক দশক কিংবা যুগ রাজত্ব করেন। বোলিংয়েও তেমনই। জসপ্রীত বুমরাকে সেরকমই একজন বোলার মনে করেন শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন পেসার চামিন্ডা ভাস। বুমরার জন্য তার পরামর্শ, দীর্ঘ সময় ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলতে চাইলে, সব ফরম্যাটে না খেলাই উচিত। শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি পেসার



চামিন্ডা ভাস বলছেন, “বুমরার বোলিং অ্যাকশন ব্যতিক্রমী। ওর মতো প্রতিভাকে সংরক্ষণ করতে হবে। ওর মতো বোলারকে সব ফরম্যাটে না খেলানোই উচিত। সিরিজ বা টুর্নামেন্টের গুরুত্ব অনুযায়ী খেলানো প্রয়োজন বুমরাকে।” এশিয়া কাপের সুপার ফোর পর্বের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আট এই ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হয় বিরাট, হার্দিক, বুমরাদের। বিশ্বকাপের আগে যা খুবই প্রয়োজনীয়। চামিন্ডা ভাস আরও বলছেন, “বিরাট কোহলি স্পেশাল প্লেয়ার। ও পারফরম্যান্সে প্রমাণ করেছে গত দশকের সেরা প্লেয়ার। এমনকি রোহিতের ক্ষেত্রেও তাই বলব। আমি নিশ্চিত, বিশ্বকাপে দেশের জন্য একশো শতাংশ উজাড় করে দেবে ওরা। আমার মতো প্রতিটা সমর্থকই বিরাট-রোহিতকে বিশ্বকাপে ভালো পারফর্ম করতে দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছে।” এশিয়া কাপের ফাইনালে আগেই জয়গা করে নিয়েছিল ভারত। শুক্রবার পাকিস্তানকে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করেছে শ্রীলঙ্কা। রবিবার ভারত-শ্রীলঙ্কা ফাইনাল। অষ্টম ট্রফির লক্ষ্যে নামবে ভারত।

ভারত সোনার খনি, প্রতিভার অভাব নেই, বলছেন ওয়েস্টার



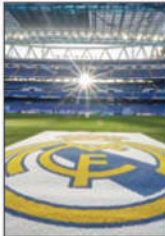
লন্ডন, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ প্রতিভার অভাব নেই। প্রতিভাবান ফুটবলারদের তালিকা তৈরি করতে পারলে ভারতের উন্নতি রোখা যাবে না। কিন্তু প্রতিভা খুঁজে বের করা কঠিন। এবং এই সাংগঠনিক খামতি পূরণ না হলে ফুটবল খেলিয়ে দেশ খিসেবে ভারতের উন্নতি সম্ভব নয়। এই গোড়ার কথা আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন আর্সেনালের প্রাক্তন কোচ। যিনি এখন আবার ফিফার গ্লোবাল ফুটবল ডেভেলপমেন্টের মাথা। সেই আর্সেনে ওয়েস্টার ভারতে আসছেন এক শিগিরি। গত মাসে মেয়েদের বিশ্বকাপ চলাকালীন অস্ট্রেলিয়ায় ওয়েস্টারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সর্ভভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবে, সচিব সাডি প্রভাকরনের সঙ্গে। এআইএফএফ সেন্ট্রাল অ্যাকাডেমি শুরু করতে চলেছে। সেই কারণেই ফিফার সাহায্য চায় ফেডারেশন। আগামী অক্টোবরে ভারতে আসতে পারেন ওয়েস্টার। তিনি বলেছেন, “ফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। ভারতের বিশ্বের অন্যতম বড় দেশ ফুটবল উন্নয়নের চেষ্টা করছে। ভারত খেলার দেশ। আশা করি আমরা ভারতের বাচ্চাদের জন্য একটা নতুন দিক খুলে দিতে পারি। যাতে ওরা ফুটবল খেলতে আগ্রহী হয়। আমি এই ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী, কারণ সাফল্য শিফার সঙ্গে জড়িত। আমরা ভারতের তরুণ প্রজন্মকে শেখাব ফুটবল দেখার জন্য।” অ্যাকাডেমি শুরু করতে গেলে দুটো সহজ ধাপ প্রয়োজন পড়ে। ওয়েস্টারের কথায়, “দুটো বিষয়ের উপর পুরো ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে। এক, প্রতিভা খুঁজে বের করা। সেই সঙ্গে ফুটবল এডুকেশন প্রোগ্রাম ও কোচিং খুব গুরুত্বপূর্ণ। ফিফার সঙ্গে জুটি বেঁধে এআইএফএফকে ফুটবল প্রোগ্রামটা সাজাতে হবে। এআইএফএফের সঙ্গে মিলে আমাদের প্রতিভা খোঁজার কাজটা করতে হবে। তারপর প্রারম্ভিক প্রোগ্রাম চালাতে হবে। সেখান থেকে আবার প্রতিভা খুঁজে নিতে হবে। ১৪০ কোটির দেশে প্রতিভা খুঁজে বের করা কঠিন নয়। ভারত তো সোনার খনি। তবে এটা সংগঠনের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এই কাজটাই সহজ করতে হবে।” ওয়েস্টার চাইছেন এমন কিছু লোকজন, যাদের ধারণা আছে ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে। প্রতিভা কোথায় বেশি পাওয়া যাবে, তা পরিস্কার জানেন। ফিফা আর এআইএফএফের সংযুক্তিতেই কাজটা সারতে চাইছেন আর্সেনালের প্রাক্তন কোচ।

বোতল নিয়ে মাঠে ‘ওয়াটার বয়’ বিরাট, হাসি রোহিতদের



কলম্বো, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ এশিয়া কাপের সুপার ফোর পর্বের শেষ ম্যাচ খেলতে নামে ভারতীয় দল। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। পরপর দুই ম্যাচ জিতে আসেই এশিয়া কাপ ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়া। ফলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নিয়মরক্ষার ম্যাচে এদিন নামে মেনে ইন ব্র। আর এই ম্যাচে দলে একাধিক পরিবর্তন করেছে টিম ম্যানেজমেন্ট। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে বিরাট কোহলিকে। আর এই ম্যাচে জাতীয় দলের ওডিআইতে অভিযেক হয়েছে তিলক বর্মার। আর এই ভারত বনাম বাংলাদেশ ম্যাচেই ঘটল মজার ঘটনা। সবে মাত্র ম্যাচ শুরু হয়েছে বেশ কয়েকটি ওভারও হয়েছে। ওভারের মাঝে জলপানের বিরতিতে দেখা গেল একেবারে অন্য ছবি। একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে ওভারের মাঝে বিরাট কোহলি মাঠে থাকা ক্রিকেটারদের জন্য জল বয়ে নিয়ে আসছেন। যা সচরাচর দেখা যায় না। কলম্বোতে সেটাই ঘটল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, বিরাট যে বেশ ভালো ভাবে তা উপভোগ করলেন তাও বোঝা যাচ্ছিল। একেবারেই অন্য ভাবে জল নিয়ে ছুটে আসছিলেন তিনি। তবে বিরাটের মুখের অঙ্গ ভঙ্গি যা শোরশোল ফেলে দিয়েছে। তিনি এমন ভাবে সেঁড়ে আসছিলেন, যা দেখে কেউ যে না হেসে থাকতে পারবেন না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিরাটের পিছনেই ছিলেন মহম্মদ সিরাজও। বিরাটের এমন দৌড় থেকে তিনিও না হেসে থাকতে পারেননি। এমনই হাস্যকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। তবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতীয় দল যে বেশ হালকা মেজাজে নেমেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ তারা আসেই ফাইনালের টিকিট পেয়ে গিয়েছে। ফলে নিয়মরক্ষার ম্যাচের জন্যই বিরাটকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। এই এশিয়া কাপে বেশ ভালো ফরমেই রয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। করেছেন শতরানও। স্বাভাবিক ভাবেই বিরাটের এই ফর্ম অবসরটাই স্বস্তিতে রেখেছে। টিম ম্যানেজমেন্টেরা কারণ এশিয়া কাপ শেষ হলেই অস্ট্রেলিয়া সিরিজ এবং তারপরই বিশ্বকাপ। ফলে বিশ্বকাপের আগে বিরাট কোহলির ফর্ম যেমন স্বস্তিতে রেখেছে, ঠিক তেমনই টিম ম্যানেজমেন্টও চাইছে সিনিয়র ক্রিকেটারদের কিছুটা হলেও বিশ্রাম দিয়ে খেলাতে। যাতে বিশ্বকাপের আগে ওয়ার্কলোড এবং চোট কোনও ভাবেই সমস্যা না ফেলে দিতে পারে দলকে।

যৌন কেলেঙ্কারিতে জড়াল রিয়াল মাদ্রিদের নাম



মাদ্রিদ, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ যৌন কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে গেল ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর প্রাক্তন ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের নাম। স্পেনের অন্যতম বড় ক্লাবের অ্যাকাডেমির তিন ফুটবলার অভিযুক্ত। পুলিশ তাদের প্রেস্তারও করেছে। লা পালমাসের সিভিল গার্ড পুরো ব্যাপারটা খতিয়ে দেখছে। এর ফলে যে রিয়ালের মুখ পুড়ছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, সন্দেহ নেই। অনুমান করা হচ্ছে, শুধু অ্যাকাডেমির ওই তিন ফুটবলারই নয়, এতে জড়িত থাকতে পারেন প্রথম দলের ফুটবলাররা। তা যদি হয়, ইউরোপিয়ান ফুটবলের অন্যতম ক্লাব আরও কলঙ্কিত হতে পারে। পুরো ব্যাপারটা যে হেতু পুলিশ তদন্তের অন্তর্গত, তাই এ নিয়ে সরকারি কোনও মন্তব্য করেননি ক্লাব কর্তারা। তবে স্পেনে এ নিয়ে ইহাই পড়ে গিয়েছে। এই খবর এল কনফিডেন্সিয়াল নামের একটি কাগজ ব্রেক করেছে। তার পরই আলোড়ন পড়ে গিয়েছে সব মহলে। ৬ সেপ্টেম্বর এক নতুন সংস্করণে মেয়ের মা পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছিলেন, তার মেয়ের নগ্ন ভিডিয়ো তুলেছে রিয়ার মাদ্রিদের অ্যাকাডেমির এক ফুটবলার। ওই নোংরা ভিডিয়ো তোলার জন্য মর্গ্যানের কানারি অইল্যান্ডে ওই ফুটবলার নিয়ে গিয়েছিল মেয়েটিকে। তাতেই ব্যাপারটা শেষ হয়নি, ওই ভিডিয়ো অ্যাকাডেমির কয়েকজনকে ফরোয়ার্ডও করেছে। পুলিশ তদন্তে নেমে ঘটনার সত্যতা জানতে পারে। ওই তিনজন রিয়ালের তৃতীয় টিম ও রিজার্ভ টিমের ফুটবলার। তদন্তে নেমে রিয়ালের ভালদেবাবাসের যুব অ্যাকাডেমি থেকে ওই তিনজনকে প্রেস্তার করা হয়েছে। তখন ওই তিন অভিযুক্ত টিমের সঙ্গে ট্রেনিং করছিল। এর আগে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি রিয়ালে। যে কারণে চাঞ্চল্য ফেলে দেওয়ার পাশাপাশি ফুটবলারদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ নড়িয়ে দিয়েছে ক্লাব প্রশাসনকে। যত দূর জানা যাচ্ছে, পুলিশ অভিযুক্তদের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে। ফোন খতিয়ে দেখছেন এক্সপার্টরা। তিন অভিযুক্তের পাশাপাশি রিয়ালের আর কোচও ফুটবলার এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কিনা, ভিডিয়ো তাদেরও পাঠানো হয়েছে কিনা, খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্পেনের কাগজ এল কনফিডেন্সিয়াল মনে করছে, ওই ঘটনায় জড়িয়ে থাকতে পারে প্রথম টিমের কেউ কেউ। যে কারণে পুলিশ ব্যাপারটিকে হালকা নিতে নারাজ। নাবালক-নাবালিক আইন ভীষণ কড়া স্পেনে। অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হলে বড় শাস্তি পেতে হতে পারে ওই ফুটবলারদের।

সিএফএল-এর ‘সুপার সিঙ্গ’-র শুরুতেই কলকাতা ডার্বি!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ কলকাতা ফুটবল লিগের (প্রিমিয়ার ডিভিশন) ‘সুপার সিঙ্গ’-র গোড়ার দিকে হতে চলেছে ডার্বি। আগামী বুধবার (২০ সেপ্টেম্বর) ‘সুপার সিঙ্গ’-এ খেলতে নামবে মহম্মদান স্পোর্টিং ক্লাব ও ইস্টবেঙ্গল। আইএফএয়ের তরফে জানানো হয়েছে, সেদিন দুপুর তিনটে থেকে নৈহাটির বক্সমাঞ্জিল স্টেডিয়ামে সেই ম্যাচ হবে। এবার কলকাতা ফুটবল লিগে প্রাথমিকভাবে ২৬টি দল দুটি গ্রুপে ভাগ করে খেলা হচ্ছে। প্রতিটি দল ১২টি ম্যাচ খেলবে (মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ও ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবের একটি ম্যাচ বাকি আছে)। প্রতিটি গ্রুপ থেকে তিনটি দল ‘সুপার সিঙ্গ’-র টিকিট পাবে। ইতিমধ্যে গ্রুপ ‘এ’ থেকে ‘সুপার সিঙ্গ’-এ উঠে গিয়েছে মহম্মদান এবং ডায়মন্ড হারবার। আর গ্রুপ ‘বি’ থেকে উঠেছে ইস্টবেঙ্গল, ভবানীপুর ও খিদিরপুর। ষষ্ঠ দল হিসেবে ‘সুপার সিঙ্গ’-এ ওঠার লড়াইয়ে আছে মোহনবাগান ও কালীঘাট মিলন সফা। নিয়ম অনুযায়ী, গ্রুপ লিগের শেষে প্রতিটি ক্লাবের যে পয়েন্ট থাকবে, ‘সুপার সিঙ্গ’ পর্যায়ে সেই পয়েন্ট নিয়েই খেলতে শুরু করবে প্রতিটি দল। যেমন- ইস্টবেঙ্গল যখন ‘সুপার সিঙ্গ’ পর্যায়ে নামবে, তখন বুলিতে ৩০ পয়েন্ট থাকবে। মহম্মদানের বুলিতে থাকবে ২৯ পয়েন্ট। কোথায় সরাসরি দেখা যাবে ইস্টবেঙ্গল বনাম মহম্মদান স্পোর্টিং ক্লাবের ম্যাচ ‘ইনস্পোর্টিংসিটিভি’ অ্যাপে দেখা যাবে কলকাতা ফুটবল লিগের (প্রিমিয়ার ডিভিশন) ‘সুপার



সিঙ্গ’-র প্রথম ডার্বি। তবে কলকাতা ফুটবল লিগের (প্রিমিয়ার ডিভিশন) ‘সুপার সিঙ্গ’-র পূর্ণাঙ্গ সূচি এখনও দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র দুটি ম্যাচের সূচি দেওয়া হয়েছে। প্রথম যে ম্যাচের সূচি দেওয়া হয়েছে, সেটা হল মহম্মদান এবং খিদিরপুরের। ১৭ সেপ্টেম্বর (রবিবার) দুপুর তিনটে থেকে সেই ম্যাচ হবে। দ্বিতীয় যে ম্যাচের সূচি দেওয়া হয়েছে, সেটা হল মহম্মদান বনাম ইস্টবেঙ্গল।

সেপ্টেম্বর মাসেই মেসির সামনে যেসব চ্যালেঞ্জ

ফ্লোরিডা, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ সাফল্যের অবিশ্বাস্য এক সেনাশি সময় পার করছেন লিওনেল মেসি। যেখানেই হাত দিচ্ছেন, সেখানেই মিলছে সাফল্য। বিশেষ করে গত বছর কাতার বিশ্বকাপ থেকে মেসি যেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জিতিয়ে পিএসজি অধ্যায় ভুলে মেসি যোগ দেন ইন্টার মায়ামিতে। সেখানে এসে কখনো শিরোপা না জেতা দলটিকে এনে দেন প্রথম ট্রফি। মেসির হাত ধরে দলটি জেতে লিগস কাপের শিরোপা। এরপরই দলটিকে মেসি পৌঁছে দেন ইউএস ওপেন কাপের ফাইনালে মেসিদের প্রতিপক্ষ হিউস্টন ডায়নামো। এই ম্যাচে মেসির দিকেই থাকবে সবার চোখ। তার হাত ধরে ইন্টার মায়ামি পেয়ে যেতে পারে নিজেদের ইতিহাসের দ্বিতীয় শিরোপাটিও। আর এ মাসের শেষে মেসিরা এমএলএসের ম্যাচে

পরের ম্যাচ খেলবে টরন্টো এফসির বিপক্ষে। তারা এ মুহূর্তে ইস্টার্ন কনফারেন্সের তলানিতে আছে। এই দলের বিপক্ষে পূর্ণ ফিট মেসিকে পাওয়া এবং সহজ জয়ের প্রত্যাশাই থাকবে সমর্থকদের। এরপর ২৫ সেপ্টেম্বর মেসিদের পরের ম্যাচের প্রতিপক্ষ অরল্যান্ডো সিটি। ক্লাসিকোর এই ম্যাচে চাপ থাকলেও মায়ামির বর্তমানে ছন্দ বিচেনা করলে জয়টা কঠিন হওয়ার কথা নয়। এই তিন ম্যাচের পর আরেকটি বড় উপলক্ষ আসবে মেসির সামনে। ২৭ সেপ্টেম্বর ইউএস ওপেন কাপের ফাইনালে মেসিদের প্রতিপক্ষ হিউস্টন ডায়নামো। এই ম্যাচে মেসির দিকেই থাকবে সবার চোখ। তার হাত ধরে ইন্টার মায়ামি পেয়ে যেতে পারে নিজেদের ইতিহাসের দ্বিতীয় শিরোপাটিও। আর এ মাসের শেষে মেসিরা এমএলএসের ম্যাচে



পরের ম্যাচগুলোয়। বিশেষ করে বাকি ১৫ দিনে মেসির সামনে অপেক্ষা করছে দারুণ সব চ্যালেঞ্জ। আগামী কয়েক দিনে ইন্টার মায়ামি হয়ে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মাঠে নামবেন মেসি, যেখানে ৪টি ম্যাচ এমএলএসে এবং অন্যটি হচ্ছে ইউএস ওপেন কাপ ফাইনাল। তবে বলে রাখা ভালো, আন্তর্জাতিক বিরতিতে এমএলএসের খেলা বন্ধ ছিল না এবং মেসিকে ছাড়াই একটি ম্যাচে জিতেছে ইন্টার মায়ামি। কাসাসাস সিটির বিপক্ষে ইন্টার মায়ামি সে ম্যাচে জিতেছে ৩-২ গোলে। মেসি ফেরার পর ইন্টার মায়ামি প্রথম ম্যাচ খেলবে অটলান্টা ইউনাইটেডের বিপক্ষে। ইস্ট কনফারেন্সের সেরা দলগুলোর একটি হলো অটলান্টা। তাদের হারানো মাটেই সহজ হবে না। তবে প্লে-অফের স্বপ্নে মেসিরা এখন দারুণ উজ্জীবিত। এ ম্যাচে অবশ্য মেসির শুক থেকে একাদশে থাকা নিয়ে সংশয় আছে। বিশেষ করে বক্সিয়ার বিপক্ষে মাঠে না নামতে পারার পর সেই শঙ্কা আরও বেড়েছে। তবে মেসি শুক থেকে না খেললেও তার উপস্থিতি নিশ্চিতভাবেই আত্মবিশ্বাস বাড়াবে সতীর্থদের। চার দিন পর মেসি

মুখোমুখি হবে নিউইয়র্ক এফসির। এমএলএসের প্লে-অফ বিবেচনায় নিলে প্রতিটি ম্যাচই সমান গুরুত্বপূর্ণ। এমএলএসের প্লে-অফ খেলা থেকে তারা এখন আর ৬ পয়েন্ট দূরে। মেসি যোগ দেওয়ার আগে এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সে পয়েন্ট তালিকার তলানিতে থাকা মায়ামি আজকের জয়ের পর ২৬ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে আছে ১৪তম স্থানে। প্লে-অফ জোনে উঠে আসার জন্য মেসিদের এখন প্রয়োজন ৬ পয়েন্ট। তবে এ ক্ষেত্রে বাকিদের ম্যাচের ফলের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে। ওপরে থাকা দলগুলো জিতলে এই পয়েন্টের তারতম্য হতে পারে। তবে নানা হিসাব-নিকাশ বলছে, সব মিলিয়ে ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে নিশ্চিত হতে পারে মেসিদের প্লে-অফ খেলা। এর আগে ২০২২ সালে ৯ নম্বরে শেষ করা দলটি পেয়েছিল ৪২ পয়েন্ট এবং ২০২১ সালে সেই পয়েন্ট ছিল ৪৭। এখন হাতে থাকা ৮ ম্যাচ থেকে ১৯ পয়েন্ট পাওয়া কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। অন্তত মেসির জন্য তো কখনোই নয়। শেষ পর্যন্ত সুদিনের চূড়ায় থাকা মেসি এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

কনমেবলের ‘আদর্শ’ একাদশে আর্জেন্টিনার ৪ জন, ব্রাজিলের ২

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

শুরু হয়ে গেছে ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব। দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের দলগুলো বাছাইপর্বের দুটি করে ম্যাচও খেলে ফেলেছে। লাতিন ফুটবলের দুই পরাক্রান্ত ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা তাদের দুটি ম্যাচেই জয় পেয়েছে। গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় ব্রাজিল আছে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে। কিন্তু একটা দিক থেকে আর্জেন্টিনার চেয়ে পিছিয়ে আছে ব্রাজিল। বাছাইপর্বের এই দুই রাউন্ডের ম্যাচ বিশ্লেষণ করে দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবল কনফেডারেশন বা কনমেবল একটি একাদশ গড়েছে। সেই একাদশের নাম দিয়েছে ‘আদর্শ একাদশ’। কনমেবলের সেই আদর্শ একাদশে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড় আছেন চারজন, ব্রাজিলের মাত্র দুজন। ইকুয়েডরের বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ১-০ গোলে জিতেছে আর্জেন্টিনা। গোলাট করেছেন দলটির অধিনায়ক লিওনেল মেসি। বলিভিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার পরের ম্যাচে খেলাননি বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। ৬-০ ব্যবধানে জেতা সেই ম্যাচে গোল করছেন এনজো ফার্নান্দেজ, নিকোলাস তালিয়াকিকো ও নিকোলাস গঞ্জালেস। কনমেবলের আদর্শ একাদশে অবশ্য এই তিন গোলদাতার মধ্য থেকে আছেন শুধু তালিয়াকিকো। আছেন মেসিও। আর্জেন্টিনা দল থেকে আদর্শ একাদশে জায়গা পাওয়া অন্য দুজন আনডেল দি মারিয়া ও ক্রিস্তিয়ান রোমেরো। অন্যদিকে

নেইমার ও রিভিগোর জোড়া গোলে বলিভিয়ার বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ম্যাচটি ৫-১ গোলে জিতেছে ব্রাজিল। সেই ম্যাচে ব্রাজিলের অন্য গোলাট করেছেন রাফিনিয়া। দ্বিতীয় ম্যাচে পেরুর মাঠ থেকে ব্রাজিল ১-০ ব্যবধানের জয় নিয়ে ফিরেছে মারকিনিওসের গোলে। ব্রাজিল দল থেকে আদর্শ একাদশে অবশ্য



মার্কিনিওস বা রাফিনিয়ার কেউই সুযোগ পাননি। ব্রাজিল দল থেকে আদর্শ একাদশে নেইমারের সঙ্গে আছেন রিভিগো। আদর্শ একাদশে কে কী কারণে আছেন, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছে কনমেবল।

- কামিলো ভারহাস (কলম্বিয়া) দুই ম্যাচে কোনও গোল খাননি কলম্বিয়ার গোলকিপার। এই দুই ম্যাচে সবচেয়ে বেশি সেভও করেছেন ভারহাস (৭টি)।

- আলেক্সান্দার গঞ্জালেস (ভেনেজুয়েলা) দুই ম্যাচে ১৭ বার বল পুনরুদ্ধার করেছেন ভেনেজুয়েলার ডিফেন্ডার। সব মিলিয়ে ১৫টি ট্যাকল করেছেন।
- ফেলিপ্প তোরোজ (ইকুয়েডর) উরুগুয়ের বিপক্ষে ইকুয়েডরের জয়ে জোড়া গোল করেছেন ফেলিপ্প তোরোজ।

২০২০ সালে ভেনেজুয়েলার লুইস মাগোর পর প্রথম ডিফেন্ডার হিসেবে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে জোড়া গোল করেছেন তিনি।

- ক্রিস্তিয়ান রোমেরো (আর্জেন্টিনা) দুই ম্যাচে ৬টি ট্যাকল করেছেন আর্জেন্টিনার এই সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার। সব মিলিয়ে জিতেছেন ১০টি রৈব।
- নিকোলাস তালিয়াকিকো (আর্জেন্টিনা)

বলিভিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার দ্বিতীয় গোলাট করেছেন তালিয়াকিকো। আর্জেন্টিনার হয়ে এই প্রথম গোল পেয়েছেন তিনি।

- নেইমার (ব্রাজিল) ব্রাজিলের দুটি জয়ের একটিতে জোড়া গোল করেছেন নেইমার। দুই ম্যাচে দুটি আসিস্টও করেছেন তিনি।
- আনডেল দি মারিয়া (আর্জেন্টিনা) বলিভিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার ৬-০ গোলের জয়ে জোড়া আসিস্ট করেছেন দি মারিয়া।
- মাতিয়াস ভিয়াসান্তি (প্যারাগুয়ে) সেন্ট্রাল মিডফিল্ডারদের মধ্যে এই দুই ম্যাচে সবচেয়ে বেশি ১৩টি ট্যাকল করেছেন ভিয়াসান্তি। এ ছাড়া ১৩ বার বল পুনরুদ্ধারও করেছেন।
- রিভিগো (ব্রাজিল) দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বের প্রথম দুই ম্যাচে জোড়া গোল করা চারজন খেলোয়াড়ের একজন রিভিগো। প্রতিপক্ষের সীমানায় ৫৩টি পাসও দিয়েছেন তিনি।
- লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা) একটিমাত্র ম্যাচ খেললেও ইকুয়েডরের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার জয়ে একমাত্র গোলাট করেছেন মেসি।
- নিকোলাস দে লা ক্রুজ (উরুগুয়ে) চিলির বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ম্যাচে উরুগুয়ের ৩-১ ব্যবধানের জয়ে জোড়া গোল করেছেন মিডফিল্ডার নিকোলাস দে লা ক্রুজ।

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৫ বর্ষ ● দশম সংখ্যা ● ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

পুষ্টিতে

তুষ্টি

শৈশবের পুষ্টিদুর্ঘ

চুলের যত্নই চুলের পুষ্টি

পুষ্টি ভরপুর ডিম

বছর ভর ফলেই পুষ্টি

পুষ্টিপূরণের লক্ষ্যে জাতীয় উদ্যোগ

কিডনি স্টোন ও প্রস্টেটের সমস্যা

ইউরোলজিক্যাল সমস্যা

বাচ্চাদের ইউরোলজিক্যাল সমস্যা

কিডনি স্টোন ও প্রস্টেটের সমস্যা

সুচিকিৎসা

এখন অনলাইনে পড়তে

পাশের কোডটি স্ক্যান করুন

স্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নন্দর কর্তৃক ইলেক্ট্রনিক্স ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সারনী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ষ গেজেট কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 174, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013

Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501